SARANIK

COLLEGE MAGAZINE
2021-2022

KISHORE BHARATI BHAGINI
NIVEDITA COLLEGE (CO-ED)

সারণিক

কিশোর ভারতী ভগিনী নিবেদিতা কলেজ (কো-এড)

বার্ষিক পত্রিকা

২০২১-২০২২

সম্পাদক মণ্ডলী

ড. শিপ্রা ঘোষ

ড. অর্পিতা সেনগুপ্ত সাধু

From The Principal's Desk

It gives me immense pleasure to bring to you the latest edition of our in-house College Magazine "SAARANIK", exclusively meant for whipping out the latent talents of students and staff. The motto of "SAARANIK" is to reach the students, poor in confidence about their capability.

As we showcase the talent of our in-house members - staff, students and faculty-, and unveil the KBBN College magazine for the academic year 2021-22, we celebrate not only our achievements but also our resilience in the face of unprecedented challenges after the Pandemic. This unscrupulous time has presented in front of us various challenges. The Covid - 19 pandemic tested our spirit, yet it also brought out the best in us- innovation, adaptability and a renewed sense of community.

Celebrating the victory of Humanity over the evils of nature we present a collage of talents with ink and paper.

I wish wide publicity of our magazine " SAARANIK"

Thank you all.

Dr. Shib Sankar Sana,

Principal, KBBNC.

পরিচালন সমিতির সভাপতির পক্ষ থেকে

কিশোর ভারতী ভগিনী নিবেদিতা (কো- এডুকেশন) কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে কলেজের বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা সারণিক-এর প্রকাশের জন্য শুভেচ্ছা জানাই। দুঃসহ মহামারী কালের বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে কলেজ খুলেছে, কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশ হচ্ছে , এটা অত্যন্ত আনন্দ ও খুশির কথা।

পত্রিকাটি যাতে আগামীদিনে এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য-প্রতিভা প্রকাশের একটি যথাযোগ্য আধার হয়ে ওঠে , সেটা যেমন সুনিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব, তেমনি সমাজ-ভাবনামূলক গদ্যচর্চাকে উৎসাহিত করা পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব।

পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

১৬ই জুন, ২০২২

''মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা''

সুদক্ষিণা ঘোষ

শাল্মলী, শাল, তাল, অভ্রভেদী
চূড়াধর; নারিকেল যার স্তনচয়
মাতৃদুগ্ধ-সম রসে তোষে তৃষাতুরে!
গুবাক, চালিতা, জাম সুভ্রমররূপী
ফল যার; ঊর্ধ্বশির তেঁতুল, কাঁঠাল,
যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত
ধনদের গৃহে যেন।...

মধুসূদনের মনোযোগী পাঠকেরা চেনেন, এ বর্ণনা তাঁর প্রথম কাব্য *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য*-এর; ছবিটি যে ও-কাব্যের স্বর্গবর্ণনের এক অনুপম আলেখ্যের টুকরো, সে-ও জানেন তাঁরা। তবে কবির কল্পনার স্বর্গে রোপিত এই গাছপালাগুলির দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে কোনো বাঙালি পাঠকের হয়তো আজ মনে হতে পারে— দেবতাবাঞ্ছিত কোনো স্বর্গভূমিই তো গুবাক চালিতা জাম তেঁতুল কাঁঠাল আর তাল-নারিকেলে ঘেরা এ-দেশটি, নাকি, স্বর্গের এ-ছবিখানি ছড়িয়ে আছে বিধর্মী প্রবাসী এক কবির মনের আকাশ ছেয়েই? সাগরদাঁড়ি গ্রাম আর কপোতাক্ষ নদের তীর ছেড়ে কত দূরে আর পৌঁছল তাঁর স্বপ্নসৃজনের মায়া, কত দূরে আর গড়লেন তিনি তাঁর স্বর্গলোকখানি?

অথচ গ্রামবাংলার এই নিসর্গ, এই স্বপ্নভূমি তো নিতান্ত শৈশবেই ছেড়ে গিয়েছিলেন রাজনারায়ণ দত্ত আর জাহ্নবী দেবীর প্রথম পুত্র মধুসূদন— সাগরদাঁড়ি ছেড়ে এসেছিলেন কলকাতায়, গ্রামের পাঠশালা ছেড়ে এসেছিলেন শহর কলকাতার স্কুলে, কয়েক বছরের মধ্যে হিন্দু কলেজ, ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন, শেক্সপিয়র, পাশ্চাত্ত্য কবিদের অবিরল সান্নিধ্য, ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখার কিংবদন্তী...; আর তার পর, সাগরদাঁড়ি থেকে কলকাতা— জন্মভূমি থেকে প্রয়াণভূমি ঘিরে এই একটি বৃত্তরেখা স্বল্পায়ু জীবনে অতিক্রম করতে করতে পেরিয়ে গিয়েছিলেন মাদ্রাজ, লণ্ডন বা ভার্সাইয়ের মতো দেশি-বিদেশি মহানগরীগুলির সীমারেখা; এক জনমে এমনি কত কতবার জন্ম-জনমান্তর ঘটে গিয়েছিল তাঁর।

মধুসূদনের জীবনখাতার এমনি আঁকাবাঁকা নানান আঁচড় দেখতে দেখতে আজকের অনেক পাঠকেরও হয়তো মনে হয়— বয়স তখনও নেহাতই ছয়-সাত, শুধুমাত্র ফারসি পড়ার জন্য নিজের গ্রাম থেকে অন্য গাঁয়ে নিয়মিত পাড়ি দিত যে-বালকটি, পারিবারিক পরিবেশেও যার ওকালতি, মুন্সেফি কিংবা সেরেস্তাদারি থেকে আরো বাবু অভিধায় উন্নীত হওয়ার স্বপ্নের উত্তরাধিকার; দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন হওয়ার স্বপ্নের কাজল এমন করে কে পরাল তার শিশুমনে? কেমন করে তার মন জুড়ে জেগে উঠল কবি হওয়ার এমন দুর্মর এমন অবিকল্প এক স্বপ্ন?

স্বধর্মভোলা স্বদেশছাড়া বেহিসেবি এ-কবির জীবন খুঁড়ে এ-জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছেন তাঁর জীবনীকারেরা অনেকেই। যোগীন্দ্রনাথ বসু-র *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* (১৮৯৩) বা নগেন্দ্রনাথ সোম-এর *মধুস্মৃতি* (১৯১৬) তো বাঙালি পাঠকের বহুকালের চেনা জীবনকথা; কম পরিচিত নয় শশাঙ্কমোহন সেন-এর *মধুসূদন অন্তর্জীবন ও প্রতিভা* (১৯২১), প্রমথনাথ বিশী-র *মাইকেল মধুসূদন* (১৯৪১) বা মোহিতলাল মজুমদারের *কবি শ্রীমধুসূদন* (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ)-এর জীবনচরিতের আখ্যানও; অজানা নয়, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে সুরেশচন্দ্র মৈত্র লিখেছেন *মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবন ও সাহিত্য*; বিশ শতক ফুরোবার আগেই সেই পাঠকেরই হাতে এসেছে গোলাম মুরশিদের *আশার ছলনে ভুলি*-র মতো অসামান্য মধুজীবনী (১৯৯৫); একুশ শতকে ক্লিন্টন বি সিলি বা উইলিয়াম রাদিচে *মেঘনাদবধ কাব্য* অনুবাদ করতে বসেও মধুসূদনের জীবনখাতার কিছু কিছু পাতা উল্টে দেখেছেন নতুন ভাবে।

এই সবের মাঝে আর একটি মধুজীবনীর সংবাদ হয়তো তেমন করে জানাই হয়নি বাংলার পাঠকসমাজের অনেকেরই। জানা হয়নি, কেবল একটি অশান্ত আর বিদ্রোহী কবিজীবনের বিশ্লেষণী প্রকাশ নয়, সেই জীবনের ফসলগুলি বিচার করে ১৯৬১ সালেই দেখেছিলেন আর বাঙালি পাঠককে দেখিয়েছিলেন বাণী রায় নামে এক বাঙালিনীও; উনিশ শতকের সেকাল আর একুশ শতকের একালের মাঝে সেতু হয়েই দাঁড়িয়ে আছে *মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা* নামে তাঁর বিশ শতকের ষাটের দশকের এ-বইখানি।

২০২৪-এ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মের দ্বিশতবর্ষ। দুশো বছরের ওপার থেকে আর একবার নতুনভাবে পড়ে দেখি মধুসূদনের জীবন, বাণী রায়ের হাত ধরে, মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্য-বিশ্লেষণ তাঁর *মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা*-র পাতা উল্টে।

Rajnarayan Dutt's son never counts money, রাজনারায়ণের পুত্র মুদ্রাগণনা জানে না— নিজের সম্বন্ধে মধুসূদনের এই উক্তির তাৎপর্যে ভর করে মধুসূদনের বেহিসেবি বিদ্রোহী জীবনের ছবিখানি আঁকতে শুরু করেছিলেন বাণী রায়।

খুঁজে দেখেছিলেন আবাল্য সুখলালিত রাজনারায়ণের এই পুত্রটিকেই, যিনি পিতার বিপুল সম্পত্তি পরিদর্শনে বা পরিবর্ধনে বেঁধে রাখেননি নিজেকে, বৃহত্তর জীবনের অভিজ্ঞতার হাতছানিতে 'নিঃসম্বল শিক্ষকের বেশে' মাদ্রাজে অথবা 'দরিদ্র নেটিভ কবিরূপে ফরাসী অনুকম্পার দ্বারে' নিজেকে দাঁড় করিয়ে দুঃখকে চিনেছিলেন জীবনে— চিনেছিলেন 'রাবণের দুঃখ, সীতার দুঃখ, তারার দুঃখ, শর্মিষ্ঠার দুঃখ'। জীবনীকথার পাতায় বাণী রায় লিখেছেন, 'ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে এমন দুঃখের অভিজ্ঞতা কবির কখনও হইত না।'

যে সময়ে মধুজীবনী রচনা করেছিলেন বাণী রায়, মধুসূদনের মাদ্রাজপ্রবাসের ছবি তখনও খুব স্পষ্ট ছিল না তাঁর জীবনীকারদের কাছে। কবিজীবনের 'যৌবনমত্ত শ্রেষ্ঠ দিনগুলি' কেটেছে মাদ্রাজেই, অথচ জীবনীকার হিসেবে রহস্যের অস্পষ্ট এক যবনিকাই ছিল বাণী রায়ের সামনে, এই আশাই প্রকাশ করেছিলেন তাই— "মধুসূদনের নূতন কোনো জীবনীকার তাঁহার মান্দ্রাজযাত্রাকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিয়া নিঃসন্দেহে আরও গুরুত্ব দিবেন।" সে-আশা অবশ্য পূর্ণ হয়েছে উত্তরকালের পাঠকের, রহস্য যবনিকা গভীরভাবেই ভেদ করেছে গোলাম মুরশিদের সুনিপুণ গবেষণা।

কিন্তু, সেই সব তথ্য, গবেষণার সেই সুযোগ না থাকলেও, বাণী রায়ের বিশ্লেষণ প্রবাসী কবির শ্রেষ্ঠ কাব্যের অনুপ্রেরণার পটভূমিটি খুঁজে নিয়েছে মাদ্রাজেই; মধুসূদনের পাঠককে মনে করিয়ে দিয়েছে, কেন তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তিটির পটভূমিকায় এই সাগরমেখলা ধরিত্রী— এই যে তাঁর সেই রামায়ণের দেশ! কপোতাক্ষের জল আর সাগরদাঁড়ির সবুজ প্রকৃতির মতোই মায়ের মুখ আর মায়ের মুখে শোনা রামায়ণ-মহাভারতের আবৃত্তির গুঞ্জরণও তো আবাল্য বাসা বেঁধেই ছিল মধুসূদনের মনের গভীরে; আর বাণী রায়ের পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে, সেই মানুষই যে 'রামায়ণের স্মৃতিচিহ্নিত পথে রামায়ণের কাহিনি আবার' কুড়িয়ে পেলেন মাদ্রাজপ্রবাসের এই দিনগুলিতে, তার কারণই কলকাতা থেকে মাদ্রাজ আসবার পথটিই 'রামায়ণের দেশ', 'পঞ্চবটী বন, গোদাবরী কূল সমস্তই' পড়ে এর যাত্রাপথেই।

বাণী রায় তাঁর জীবনী-বইটির নাম দিয়েছিলেন— *মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা*, আর সত্যি, জীবন ঘিরে সংগৃহীত তথ্যের দরদী ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণই তাঁর এই বইটির সম্পদ। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা দেবকী-র সঙ্গে মধুসূদনের প্রেমের গুঞ্জন, তাঁর *নীলদর্পণ* অনুবাদ এবং সে-কারণে পুলিশ-কোর্টের কর্মী হিসেবে লাঞ্ছনা— এই সব প্রচলিত কিংবদন্তীর অনেকখানিই হয়তো আজ বাতিলই করে দিয়েছে পরবর্তীকালের গবেষণা; কিন্তু তথ্যের ওই পুরোনো ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই বাণী রায় বুঝে নিতে চেষ্টা করেছিলেন কবিকে, বুঝতে চেয়েছিলেন জীবনচরিতের মাঝে ধরা দেওয়া কবির মুখটিকে।

প্রেমে পড়বার পক্ষে খুব, খুবই অল্প বয়স ছিল তখন দেবকীর, হয়তো একতরফাই ছিল মধুসূদনের আকর্ষণ, অভীষ্ট প্রতিদান তো মেলেইনি তাঁর কাছে— সম্ভাব্যতার সূত্র ধরে এর সবটুকু মেনে নিয়েও খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন বাণী রায়— নাবালিকা এক বাঙালিনীকে বিবাহ-সম্ভাবনার দুশ্চিন্তার পাশাপাশি প্রেম আর সমকালীন কাব্য ঘিরে সম্মিলিত frustration-এর কী ভূমিকা ছিল সেদিন তরুণ মধুর জীবনে, খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন, মধুসূদনের এত দ্রুত ধর্মত্যাগের পিছনে এই সবটুকুর দায়িত্ব ছিল ঠিক কতখানি।

মধুসূদনের বিস্মৃত পূর্বপুরুষ তাঁর খুল্লপিতামহ মাণিকরাম দত্তকেও স্মরণ করেছিলেন বাণী রায় জীবনকথার 'চরিত্র' শীর্ষক অধ্যায়ে। মনে করিয়ে দিয়েছিলেন— 'পারস্য ভাষায় অতি সুন্দর কবিতা' রচনা করতেন মাণিকরাম, কাব্যের মাধুর্যেই মনোহরণ করেছিলেন মুসলমান প্রভুকন্যার, কিন্তু ধর্মের বাধায় সম্ভব হয়নি সে-প্রেমের প্রতিদান দেওয়া, সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন মাণিকরাম। 'বংশধারার প্রভাব' কি তাড়িত করেছিল উত্তরপুরুষকে? জীবনীর পাতায় বাণী রায়ের অনুমান— ধর্মের সংস্কারবশে একদিন প্রেমকে গ্রহণ করতে পারেননি মাণিকরাম, ত্যাগ করেছিলেন সংসার, আর তাঁরই উত্তরপুরুষ মধুসূদন কি ত্যাগ করলেন সমাজ?

শুধু কি মাণিকরামের ভালোবাসার উত্তরাধিকার, নিষ্ঠুরতার পৈতৃক উত্তরাধিকার কতখানি ছায়া ফেলেছে মধুসূদনের চরিত্রের গভীরে, তাও খুঁজেছিলেন বাণী রায়। ভাইয়ের মনোরঞ্জন করতে চেয়ে নিজের অতিপ্রিয় পোষা পাখির ছানাটিকে যিনি কেটে ফেলতে পারেন অনায়াসে, জীবনের এক ভালোবাসার জন্য অন্য ভালোবাসার কণ্ঠে বারে বারে অস্ত্রাঘাত করতেও পারেন তো তিনিই! নিষ্ঠুরতার এই উত্তরাধিকার নিয়েই কি তবে কেবল রেবেকা নয়, চার-চারটি শিশুসন্তানকেও মাদ্রাজে বিসর্জন দিয়ে আসতে পেরেছিলেন মধুসূদন! রাজনারায়ণ দত্তের চরিত্রবিশেষত্ব আর পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্কের উচ্চাবচতা, কিংবা, জীবনের গভীরতম দুঃখমুহূর্তগুলি সম্পর্কে মধুসূদনের সম্পূর্ণ নীরব থেকে যাওয়ার আশ্চর্য দক্ষতা, অথবা *আত্মবিলাপ* কবিতায় আশার ছলনে ভোলার সেই খেদ, সেই বিখ্যাত উচ্চারণ—'প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে/ কী ফল লভিলি?/ জ্বলন্ত-পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল ফাঁদে/ উড়িয়া পড়িলি/পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়/ না দেখিলি না শুনিলি, এবে রে পরান কাঁদে' — 'চরিত্র' শীর্ষক অধ্যায়ে এই সমস্ত বিশ্লেষণই ছুঁয়ে যেতে ভুলে যাননি বাণী রায়।

এই সূত্রেই, মধুসূদনের জীবনে রেবেকা আর হেনরিয়েটার (বাণী রায় সবসময়েই যাঁকে উল্লেখ করেছেন আঁরিয়েৎ নামে) ভূমিকার তুলনামূলক একটা বিচারও করেছিলেন বাণী রায়, অনেকখানি মনোযোগ দিয়ে গভীর সংবেদনশীলতায়

মধুজীবনীর পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—দেবকী আর রেবেকার প্রেম প্রেরণা জুগিয়েছে কবি মধুসূদনকে, সাহায্য করেছে তাঁর হয়ে-ওঠায়; এ-দুই প্রেমেই অবশ্য বিচ্ছেদই এসেছে তাঁর জীবনে, কিন্তু কবির 'সতত সঙ্গিনী' আঁরিয়েৎ? আজীবন সহকারবেষ্টিতা লতার মতো পাশেই রয়ে গেছেন যিনি মধুসূদনের, উত্তর খুঁজেছেন বাণী রায়— তিনি কি ততখানিই প্রেরণা হয়ে উঠতে পেরেছেন কবিমানসের?

কবিমানসী আর কবিগৃহিণী— এই দুই ভূমিকাতেই আঁরিয়েতের পারঙ্গমতাকে প্রশ্নই করেছেন বাণী রায়; ব্যক্তিত্বময়ী রেবেকার আত্মসম্মানজ্ঞানের পাশাপাশি বারে বারে ফিরে দেখতে চেয়েছেন মধুসূদনের ওপর আঁরিয়েতের প্রবল নির্ভরতাকে, প্রশ্ন করেছেন তাঁর এই সর্বস্ব-সমর্পণী নির্ভরতাকেই; মধুজীবনীর পাঠককে মনে করিয়ে দিয়েছেন, দুর্যোগে সংসারের হাল ধরার ক্ষমতা ছিল না আঁরিয়েতের, ক্ষমতা ছিল না অবিবেচক অসংযমী অমিতব্যয়ী স্বামীকে বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণের, বরং ঋণভারে বিপন্ন মধুসূদনের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিয়ে বিদেশে সন্তানসহ উপস্থিত হয়ে মধুসূদনকে আরো বিপন্ন করে তুলতে দ্বিধা করেননি তিনি; মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি বাণী রায়, সংসার পরিচালনায় যেমন অমিতব্যয়ী ছিলেন মধুসূদন, ঠিক তেমনটিই ছিলেন আঁরিয়েৎ-ও।

তবে চরিত্রবিচার নয় কেবল, *মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা*-র অসামান্য ঐশ্বর্য এর সাহিত্য বিশ্লেষণ। ইংরেজি ভাষায় বাণী রায়ের অ-সাধারণ পাণ্ডিত্যই মধুসূদনের প্রজ্ঞা, তাঁর মনন, মেধা আর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যপাঠের এই বিপুল ঐশ্বর্যের এক তুলনামূলক বিচারের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবার সুযোগ বারে বারে এনে দেয় মধুজীবনীর পাঠককে।

কখনো হোমারের *ইলিয়াড*-এর বিষয়বস্তু আর *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর বিষয়বস্তুর সামীপ্য মনে করিয়ে দেয়, উৎস যা-ই হোক, দুই কাব্যই "সমভাবাপন্ন সংগ্রামের উপাখ্যান। 'ইলিয়াডে'র যুদ্ধ মিনালাউস পত্নী হেলেনের পারিস দ্বারা অপহরণ জন্য। মেঘনাদের যুদ্ধ রামের পত্নী সীতার রাবণ দ্বারা অপহরণ জন্য। সমুদ্রসেতু নির্মাণ করিয়া রামচন্দ্র বানর সৈন্য সাহায্যে লঙ্কা আক্রমণ করিলেন। বিভিন্ন রাজন্যদিগকে একত্রিত করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্বক গ্রীক সৈন্য ট্রয় আক্রমণ করিল। অপহরণ কার্যটি পারিস দ্বারা সম্পন্ন হইলেও তাঁহার ভ্রাতা হেক্তর প্রকৃতপক্ষে ট্রয়ের নায়ক।...'মেঘনাদবধে' অপহরণকারী রাবণের পুত্র মেঘনাদ লঙ্কা যুদ্ধের নায়ক।... 'ইলিয়াডে'র আকিলিস 'মেঘনাদবধে' লক্ষ্মণ, উভয়ের হস্তে যথাক্রমে হেক্তর ও মেঘনাদ নিহত হইলেন।"...

কিংবা, এ দুই কাব্যেই দেবদেবীদের চরিত্রচিত্রণেও উভয় কবির অনায়াস তুলনা করেন বাণী রায়, মনে করিয়ে দেন, 'জুপিটার ও জুনোর তুচ্ছ পারিবারিক কলহের মধ্যে শিব ও দুর্গার পবিত্র মধুর প্রেমের আভাস'টুকুও নেই, মনে করান, জুনো ও পার্বতীর উদ্দেশ্য এক হলেও মধুসূদনের কলমের শালীনতার সৌন্দর্যই 'আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির বেদীচ্যুতা' করায় না দেবী পার্বতীকে; কারণ, পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চান বাণী রায়— মধুসূদনের দেবতা-পরিকল্পনাই যে 'নগাধিরাজ হিমালয়ের তুঙ্গ শিখরের রহস্য' আর 'বাংলার চিরসঞ্চিত দেবমাহাত্ম্য' দিয়ে গড়া, 'সেখানে গরিমা ও মহত্ত্বস্পর্শে নিয়ন্ত্রিত' তাঁর কল্পনার রং; তাই 'এই দেবতার ছবি বিদেশীয় কাব্যে কোথাও নাই।'

ভার্জিলের নরকদর্শন, দান্তের ইনফার্নোর সঙ্গে *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর অষ্টম সর্গের তুলনাও এইরকমই বিস্তারিত উদাহরণ যোগেই করেছেন বাণী রায়, আলোচনা করেছেন টাসো-র কাব্যের সঙ্গে বর্ণনার যোগ নিয়ে, আর অবশ্যই, বাণী রায়ের আলোচনার গভীরতা ছুঁয়ে গেছে মিল্টনের *প্যারাডাইস লস্ট*-এর মহিমা।

কেবল *মেঘনাদবধ কাব্য* নয়, এই জাতীয় বিশ্লেষণাত্মক বিচার করেছেন বাণী রায় মধুসূদনের *চতুর্দশপদী পদাবলী* ঘিরেও। বাণী রায়ের বহুপঠন সম্ভব করেছে এই সংবেদী সুগভীর পাঠের সারল্য আর গাম্ভীর্য। আর এইখানেই মধুসূদনের জীবনকথার প্রচলিত পাঠের চেনা চেহারার থেকে অনেকখানি আলাদা হয়ে গেছে বাণী রায়ের *মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা*।

নারীশিক্ষা ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ

সুতপা মুখোপাধ্যায়

উনিশশতক ভারতবর্ষের সমাজ, রাজনীতিতে এক পরিবর্তনের কাল যে পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকানিয়েছিলবাঙালিসমাজ। নারীশিক্ষাকেকেন্দ্রকরেউনিশশতকেরসমাজপ্রধানতপরিবর্তনেরপথেপাবাড়িয়েছিল। মেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি যেমন সমর্থন গড়ে উঠছিল উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে, তেমনই তার বিরোধিতার করার জন্য ছিল আরও বেশি সংখ্যক মানুষ। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় রামমোহন রায়ের কথাযিনিবলেছিলেন—"স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন?"তবে, একথাওঠিকযেসমকালীনবাঙালিসমাজেরাধাকান্তদেবেরমতো রক্ষণশীল গোষ্ঠীর প্রধান থেকে শুরু করে ইয়ং বেঙ্গল দল এবং সংস্কারবাদী বাঙালি সমাজ মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকে মিশনারি সম্প্রদায় এদেশে সংস্কার কাজে উৎসাহিত হয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখায়। অবশ্য তার মধ্যে খ্রিষ্টান ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল অনেকখানি। হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারগুলি, বিশেষত মেয়েদের দমিয়ে রাখার বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে ভারতের পশ্চাদগামী সভ্যতার স্বরূপ উন্মোচন জরুরী হয়ে ওঠে ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি দেওয়ার জন্য। ১৮১৯ সালে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটি কলকাতায় মেয়েদের জন্য কয়েকটি স্কুল খোলে। এর মধ্যে ব্রিটেন থেকে আসেন মিস মেরি অ্যান কুক। চার্চ মিশনারি সোসাইটির সহযোগিতায় তিনি কলকাতায় আটটি বিদ্যালয় খোলেন মেয়েদের জন্য। খ্রিষ্টান মিশনারিরা কলকাতার বাইরে অন্য জেলাতেও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব বিদ্যালয়ে প্রধানত সমাজের দরিদ্র শ্রেণির মেয়েরা পড়তে আসে। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে মেয়েদের বাড়ির বাইরে বেরিয়ে স্কুলে যাওয়ার বিষয়টিতে অনেক বাধা রয়ে যায়। কিন্তু, ধীরে ধীরে একটু একটু করে বাঙালি মননে পরিবর্তন আসতে থাকে।

বাঙালি সমাজের ভিতর থেকেই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা প্রকাশ পায়। গোলাম মুর্শেদ তাঁর *Reluctant Debutant* গ্রন্থে জানাচ্ছেন যেবিশ এবং তিরিশের দশকে বাগদি, ব্যাধ, বৈরাগী প্রভৃতি সমাজের নিম্নবর্ণের মেয়েরা এবং বারবনিতাদের মেয়েরা লেখাপড়া শিখত। ভদ্রলোক সমাজের মধ্যে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব ছিল। তিরিশের দশকে ভদ্রলোক সমাজের কয়েকজন তাঁদের বাড়ির মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কথা ভাবেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর বাড়ির মেয়েদের বৈষ্ণবী ও মিশনারিদের সাহায্যে শিক্ষিত করে তোলেন। তাঁর প্রথমা কন্যা সুরসুন্দরী খুবই আগ্রহের সঙ্গে লেখাপড়া শিখেছিলেন অনেকখানি। এমনকি রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধি রাধাকান্ত দেবও বাড়ির মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বাড়িতেই স্কুল স্থাপন করেছিলেন। ১৮৪৭ সালে নবীনকৃষ্ণ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার প্রমুখের উদ্যোগে বারাসতে একটি মেয়েদের বিদ্যালয় খোলা হয়। অনেক বাধা আসে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে। তবুও প্রতিষ্ঠা

হয়ে যায় বালিকা বিদ্যালয়। উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও মেয়েদের জন্য অবৈতনিক স্কুল খোলার প্রস্তাব রাখেন সরকারের কাছে। তবে সরকারের কাছ থেকে কোন সাড়া তিনি পান নি। মেয়েদের স্কুল খোলার এইসব চেষ্টার মাঝেই ১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসে এদেশে এলেন বেথুন সাহেব। মেয়েদের স্কুল খোলার যে প্রবল আগ্রহ তাঁর ছিল, সেখানে পাশে পেলেন অনেক শিক্ষিত বাঙালিকে। তবে বেথুনের এই পদক্ষেপকে সবাই ভালো চোখে নিল না। মেয়েরা যখন বেথুন সাহেবের ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলে যেতে শুরু করল তখন স্কুলের গাড়িতে চেপে, তখন তা দেখার জন্য রাস্তায় লোকে ভিড় করত। অশালীন মন্তব্যও উড়ে আসত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার যখন তাঁর দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে ওই স্কুলে পড়তে পাঠালেন তখন অনেকেই সেটা ভাল চোখে দেখে নি। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া জমিতে স্কুলের নিজস্ব বাড়ি তৈরি হল। বিদ্যাসাগরের উপর বেথুন তাঁর স্কুলের বিষয়ে নির্ভর করতে শুরু করলেন। বিদ্যাসাগর স্কুলের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। বিদ্যাসাগর দেশীয় সমাজকে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য স্কুলের মেয়েদের যাতায়াতের জন্য নির্দিষ্ট গাড়ির দুপাশে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নত" শ্লোকটি লেখার ব্যবস্থা করেন।১৮৫১ সালের সেপ্টেম্বরে স্কুলের নিজস্ব ভবন নির্মাণ সম্পুর্ণ হওয়ার আগেই বেথুন সাহেবের মৃত্যু হয়। বেথুনের মৃত্যু স্কুলকে দুর্দশার মধ্যে *ঠেলে* দেয়। স্কুলের ছাত্রীসংখ্যাও ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৫৬ সালে *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* পত্রিকা স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের সহায়ক এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি শিক্ষিত বাঙালির উদাসীনতা নিয়ে দুঃখ করে। ১৮৬২ সালের বেথুন স্কুলের রিপোর্টে বিদ্যাসাগর কলকাতার শিক্ষিত পরিবারগুলির বাড়ির মেয়েদের পাঠানোর ক্ষেত্রে দ্বিধার উল্লেখ করেন। তবে বেথুন স্কুল বাংলায় মেয়েদের বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হয়ে থাকে। অনেকেই মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। শুধু কলকাতা শহর নয়। বাংলার মফস্বল অঞ্চলেও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়। মেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সরকারের সাহায্য পাবেন এই বিশ্বাসে বিদ্যাসাগর বিভিন্ন জেলায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। বর্ধমানের জৌগ্রামে তিনি বালিকা বিদ্যালয় খোলেন ১৮৫৭ সালে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*তে উল্লেখ আছে যে ১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসে ৮৪৫ টাকা খরচ হত। ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৩০০। হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই কাজে সরকারি সাহায্যের যে আশা বিদ্যাসাগর করেছিলেন তা পাওয়া যায় নি। তিনি ১৮৫৮ সালে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশনকে চিঠি লেখেন যাতে তাঁর হতাশার চিত্রটি স্পষ্ট থাকে। তিনি লেখেন, "হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুর জেলার অনেকগুলি গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। বিশ্বাস ছিল, সরকার হইতে মঞ্জুরী পাওয়া যাইবে। স্থানীয় অধিবাসীরা স্কুল-গৃহ তৈয়ারি করাইয়া দিলে সরকার খরচ-পত্র চালাইবেন। ভারত-সরকার কিন্তু ঐ সর্ত্তে সাহায্য করিতে নারাজ, কাজেই স্কুলগুলি তুলিয়া দিতে হইবে.....প্রথমে আপনি, অথবা বাংলা সরকার এ বিষয়ে কোনরূপ অমত প্রকাশ করেন নাই; করিলে, এতগুলি বিদ্যালয় খুলিয়া এখন আমাকে এমন বিপদে পড়িতে হয়ত না।" এই চিঠি সরকারের বিভিন্ন মহলে পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়।

তবে সিপাহি বিদ্রোহ নিয়ে সরকারের নাজেহাল অবস্থার জন্যই হোক বা উদাসীনতার কারণেই হোক বিদ্যাসাগর স্থায়ী সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিতই থাকলেন। ১৮৬৬ সালে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন মেরি কার্পেন্টার। তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগরের কাজের গুণগ্রাহী হয়ে ওঠেন তিনি। ১৮৬৬ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তাঁরা উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে বিদ্যাসাগর পথ-দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। কিন্তু মেয়েদের লেখাপড়ার প্রয়াসে তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

মেয়েদের উচ্চশিক্ষার অধিকার নিয়ে বাংলার শিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে বিতর্ক জারি থাকল ষাটের দশক থেকেই। স্ত্রীশিক্ষা কেমনভাবে দেওয়া হবে তাই নিয়েও মতান্তর দেখা দিল। ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশব চন্দ্র সেন যিনি মেয়েদের লেখাপড়ার বিষয়ে খুবই উৎসাহী ছিলেন তিনি 'স্ত্রীজনোচিত' শিক্ষার কথা বললেন। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে অনেকেই তাঁর মতকে সমর্থন করলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই আবার এই মতের বিরোধিতা করলেন। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখরা মেয়েদের জন্য জ্ঞানচর্চার দরজা খুলে দেওয়ার পক্ষে কথা বললেন। ১৮৭৩ সালে এঁদের হাত ধরে স্থাপিত হয় হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় পরে যার নাম হয় বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়।উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে দুর্গামোহন দাসের ভার্যা ব্রহ্মময়ী এই স্কুলটির জন্য মাসে মাসে অর্থ দান করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে এই স্কুলের জন্য দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অবদান স্মরণ করেছেন যিনি শিক্ষক হিসেবে দিনরাত পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে ছাত্রীদের লেখাপড়ায় অনুপ্রাণিত করেন। সরকারি রিপোর্টেও স্কুলটি প্রশংসিত হয়। কিন্তু আর্থিক সংকট স্কুলটির অগ্রগতি রোধ করতে থাকে। ১৮৭৮ সালে এই স্কুলটি বেথুন স্কুলের সঙ্গে মিশে যায় যা বেথুন স্কুলের অগ্রগতিতে সাহায্য করে, কারণ সরকারি অনুদানের অভাব না থাকলেও বেথুন স্কুলে ছাত্রীর অভাব ছিল। ১৮৭৮ সাল থেকেই মেয়েরা বিভিন্ন পরীক্ষায় বসতে থাকে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে সমাজের এক অংশের বিরূপতা জারি থাকে।উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মুসলমান শিক্ষিত সমাজেও মেয়েদের লেখাপড়ার বিষয়টি নিয়ে ভাবা হয়। *বালারঞ্জিকা* পত্রিকার সম্পাদক আবদুর রহিম মেয়েদের লেখাপড়ার সমর্থক ছিলেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তার জাহিরুদ্দিন আহমেদ তাঁর মেয়েকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ মেয়েটির ধর্মের কারণে তাকে ভর্তি নিতে অস্বীকার করে। সমকালীন *বামাবোধিনী* পত্রিকা মুসলমান মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সরকারের কর্তব্য বলে মন্তব্য করে। মুসলমান শিক্ষিত সমাজও মেয়েদের বিদ্যালয়ের দাবি জানায়। ১৮৯৭ সালে মুসলমান মেয়েদের জন্য কলকাতায় আলাদা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে মুসলমান সমাজের মধ্যেও দ্বিধা দেখা যায়। মুসলমানসমাজের মুখপত্র বলে গণ্য হওয়া*মিহির ও সুধাকর* পত্রিকাটি যদিও প্রথমদিকে মুসলমান মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিল, পরবর্তীকালে তার মতামত কিছুটা পালটে নেয় পত্রিকাটি। কিন্তু মেয়েদের লেখাপড়া কেমন হবে সেই বিষয়ে তার বক্তব্য ছিল যে মেয়েদের শিক্ষা হবে এমন যা অন্তঃপুর, সমাজ ও ধর্মের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবে না

এভাবেও ভাবা যায়: নারীর লিঙ্গ নির্দিষ্ট ভূমিকার সাপেক্ষে একজন দৃষ্টিহীন নারী

"One is not born a woman, but becomes one"(Simone de Beauvoir)

একটি অন্যতম বৈপ্লবিক উক্তি। আমাদের বহু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতায়, জ্ঞানে, অর্ধস্ফুট অনুভূতিতে, ইন্টিউশনে, চেতনায় ও বুদ্ধিতে যে সত্যি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকে, তা যেন আরো একবার সত্য হয়ে মুর্ত হয়ে উঠল। চমক লাগলো। কিন্তু "নারী আমি" র অভ্যন্তরে এই হঠাৎ রশ্মিপাতের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে যাওয়ার পর আত্মবিশ্লেষণের যাত্রা পথে হঠাৎ হোঁচট খেলাম " দৃষ্টিহীন নারী আমি"-র সীমানায় প্রবেশ দ্বারে এসে। "[B]ut becomes one " অর্থাৎ সে হয়ে ওঠে। এই হয়ে ওঠার আড়ালে লুকিয়ে থাকে করে তোলার ব্যঞ্জনা আর এক্ষেত্রে কর্তৃভূমিকা পালন করে সামাজিক মূল্যবোধ। গোল বাঁধলো এখানেই, আবিষ্কার করলাম নারী হিসেবে আমার দৃষ্টিহীনতা আমাকে বিশ্বজনীন নারীবাদের চেয়ে এক অন্য সমতলে এনে দাঁড় করিয়েছে।

নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রথম কথাই হল "gendered identity"-র গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে তার পূর্ণ মানব সত্তার বিকাশ ও প্রকাশ। অতএব এই অভিযান একটি সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা থেকে এক মুক্ত অঙ্গন অভিমুখে। কিন্তু এই প্রাচীরবেষ্টিত ক্ষুদ্র অচলায়তনের পশ্চাতে রয়েছে আরও একটি সমাজভূমি যেখানে অবস্থিতি কিছু অন্যরকম মানুষের : তাদের ওই আবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশের নেই অধিকার আর তাই নেই সমমর্যাদার মুক্ত অঙ্গনে উত্তরণের সুযোগও। কারণ তার পথ গেছে ওই ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে দিয়েই। উপমার উহ্যতার আড়াল থেকে ফিরে আসি বক্তব্যে। সমাজ নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন "gender role" সুনির্দিষ্ট করেছে এবং তা করেছে ক্রমচ্চস্তরবিন্যাসের ভিত্তিতেই - এই বিধি অনুযায়ী পুরুষরা আসীন উচ্চ আসনে আর নারীরা কখনো দেবী হয়ে, কখনো দাসী হয়ে, এবং আরো অজস্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে চলে পুরুষের প্রয়োজন মেটাতেই।

বিভিন্নতাকে অস্বীকার না করেও সমতার ভিত্তিতে নারীর পূর্ণ মানবিক অধিকার অর্জনের আন্দোলন চলেছে আজও। অদ্ভুতভাবে অবশ্য একজন দৃষ্টিহীন নারীর ক্ষেত্রে তার সুনির্দিষ্ট ভূমিকার শৃঙ্খল বেশ শিথিল। আসলে তার মুক্তিতেই লুকিয়ে আছে তার দৈন্য। একজন "স্বাভাবিক" নারীর যে আংশিক মনুষ্যত্ব স্বীকৃত, সেটুকু থেকেও বঞ্চিত এই "অস্বাভাবিক" নারীরা - আর তাই "স্বাভাবিক" নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে অপারক এই প্রান্তিক প্রান্তবাসীনীরা।

গতানুগতিকভাবে আমাদের সমাজে একজন পুরুষের পরিচয় উপার্জনকারী, ভারবহনকারী, রক্ষাকারী এবং সর্বোপরি প্রভুত্বকারী হিসেবে। সামাজিক পরিকাঠামোর যখন একজন প্রতিবন্ধী পুরুষের এই ভূমিকা পালনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তখন ঘটে তার effeminization. অপরপক্ষে একজন প্রতিবন্ধী নারীকে প্রতিপালনকারী এবং পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবে অযোগ্য বিবেচনা করা হয়। আর তাকেও করা হয় তার ভূমিকা থেকে বিচ্যুত। বয়োপ্রাপ্তির পূর্বে তাদের জন্য সমাজ এবং পরিবারের ইনভেস্টমেন্ট কোন ভবিষ্যৎ রিটার্নের নিশ্চয়তা দেয় না; বার্ধক্যে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থার উৎস হয় দয়া, কোন রিটার্নের দায়বদ্ধতা নয়। আর প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে ও কর্মজীবনে তাদের কোন অবদান বা প্রতিদানের ভরসা না করায় সমাজ তার লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনে থাকে অনাগ্রহী এবং দিশাহীন।

তবে নারীবাদের সুসংহত দিক নির্ণয়কারী তত্ত্বগুলি যে একজন দৃষ্টিহীন নারীর জীবন প্রেক্ষিতকে বিশ্লেষণ করতে অপ্রাসঙ্গিক এমনটা মোটেও নয়। বরং এই দুই প্রান্তিকতার তাত্ত্বিক মেলবন্ধন একে অপরকে অনেক বেশি বাস্তবধর্মী ও বিশ্লেষণাত্মক করে তুলেছে।

নাট্যকার মহেশ দত্তানি তাঁর " Dance Like a Man" নাটকে একদা মন্তব্য করেছিলেন "A woman in a man's world may be considered as being progressive. But a man in a woman's world is pathetic."অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছল এবং রক্ষণশীল পরিবারগুলিতে একজন দৃষ্টিহীন নারী তার অর্জিত অভিযোজন ক্ষমতা,ঝুঁকি এবং বহু অন্তরায়কে সঙ্গী করে তাঁর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করলেও তার "gender role" পায় না উপযুক্ত স্বীকৃতি। বিবাহিত অথবা অবিবাহিত দুই অবস্থাতেই তার কন্ট্রিবিউশনের তুলনায় তার অপারকতার মিথটি প্রাধান্য পায় । অপরপক্ষে, স্বচ্ছল এবং আধুনিক মনস্ক পরিবারগুলিতে মেয়েটি পায় শিক্ষার সুযোগ এবং

কর্মজীবনে অর্থাৎ উপার্জনক্ষম কর্মজীবনে প্রবেশের অধিকার ও সাহচর্য। আর তার বাড়তি পাওনা মাত্রাতিরিক্ত বাহবা এবং সবিশেষ প্রশংসা যার উৎস তার সাফল্যের "abnormality" তার সংগ্রাম অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য কারণ সমগ্র সমাজ এবং রাষ্ট্রের পরিকাঠামো তার বিশেষ চাহিদার কথা মনে রাখেনা এবং যখন আর পাঁচজন স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে এই পরিকাঠামো ও পরিবেশ তাদের প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে, তার পক্ষে এটি পদে পদে অনবরত সৃষ্টি করে বাধা। কিন্তু তার এই সফলতার আশাতীত তকমাটির রয়েছে গভীরতর তাৎপর্য : তাকে উপস্থাপন করা হয় বিরলতার নিদর্শন হিসেবে। এবং যেহেতু তা ' সবিশেষ ', অর্থাৎ সর্বজনের পক্ষে অধরা তাই সামাজিক পরিকাঠামোর পরিবর্তন করে তার সমগোত্রীয় মানুষদেরকেও এই সফলতা এনে দেবার দায় সমাজ অস্বীকার করে অথবা তাকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করে সমাজ প্রমাণ করতে চায় যে প্রচলিত পরিকাঠামো প্রকৃত প্রতিভাশালীর প্রতিভার বিকাশের পক্ষে পর্যাপ্ত। তখন সমাজ তাকে তার সমগোত্রীয় মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় কিন্তু মূল স্রোতে তার জন্য সংরক্ষিত থাকে একটি বিশেষ আসন, তাকে পাঁচজনের একজন বা অন্যতম হতে দেয় না, করে রাখে "unique individual" । তাকে তখন একাধারে লড়তে হয় এই "unfriendly infrastructure"- এর বাধাগুলি অতিক্রম করে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে, তাদের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো পরিবর্তনের দাবি আদায় করতে এবং তার স্বাভাবিকতা বা সার্বজনীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে।

"Public sphere" - এ একজন দৃষ্টিহীন নারী যত সহজে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে, private domain এ সেই কিন্তু একটি অন্য গ্রহের জীব হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিগণিত হয়। তার এই দ্বৈত এবং দ্বিধাবিভক্ত অস্তিত্বের ব্যপক প্রতিফলন ঘটে তার লিঙ্গ নির্দিষ্ট পরিচয়ের ক্ষেত্রে। পেশাগত ক্ষেত্রে সে যেহেতু একটি সমষ্টিগত দায়বদ্ধতার ক্ষুদ্র অংশের জন্যই দায়ী থাকে, তাই সমাজ তার কল্পিত অপারকতা উপেক্ষা করবার ঔদার্য দেখায় বা দেখাতে পারে । কিন্তু ব্যক্তিগত স্তরের এবং পারিবারিক পরিধিতে যেহেতু দায়িত্বের এই বিভাজন সম্ভব হয় না তাই তার সক্ষমতার উপর নির্ভর করতে পরিবার এবং সমাজ থাকে দ্বিধান্বিত। গৃহের পরিধিতে একজন নারীর জন্য সুনির্দিষ্ট ভূমিকায় একজন দৃষ্টিহীন নারী কতদূর সাফল্যের সঙ্গে অবতীর্ণ হতে পারবে তা নিয়ে থেকে যায় অবিশ্বাস ও অনাস্থা। একজন দৃষ্টিহীন তথা প্রতিবন্ধী মানুষকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করতে সমাজের স্বাভাবিক অনীহা সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণা ও পরিসংখ্যানে যে তথ্য উঠে আসে তার পিছনে রয়েছে এই ধারণা। তবে একজন উপার্জনোক্ষম দৃষ্টিহীন পুরুষ যখন তার অন্য কিছু বিষয়ে নির্ভরতা সত্ত্বেও তার "gender role" পালন করতে সক্ষম হিসেবে বিবেচিত হয়, তখন একজন দৃষ্টিহীন নারীর পক্ষে প্রশ্নচিহ্নটি কিন্তু রয়ে যায় বড় হয়ে।

আমাদের "gendered existence"-এর শিকড় যে কত গভীরে প্রোথিত তার প্রমাণ মেলে কল্পলোকের গল্পকথায় একজন দৃষ্টিহীন নারীর অবস্থিতি থেকেও। আমাদের বাস্তব জীবনে যৌনতার সামাজিকীকরণের মাধ্যম আইন ও ধর্মসংগত বিবাহ এবং আধুনিককালে সম্মতি সূচক যৌন মিলন। এই আকাঙ্ক্ষার অবৈধ রূপটির প্রকাশ ধর্ষনে এবং কোন কোন ক্ষেত্রেই বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কে। এই বাস্তব আকাঙ্ক্ষাটি প্রতিবিম্বিত ও প্রতিসারিত হয় বিভিন্ন সৃজনশীল শিল্পের যৌনতা কল্পনায় আর সমাজে প্রচলিত বিধি নির্ধারণ করে এই কল্পনা কোন মহান শিল্প সৃষ্টি না পর্নোগ্রাফি মাত্র। আর এও অস্বীকার করা যায় না যে নারীর নারীত্ব তথা তার স্বীকৃত মানবসত্তার অনেকখানি নির্ভর করে পুরুষের কাছে তার যৌন উপযোগিতা ও যৌন আকর্ষনের উপর।

বাংলা সাহিত্যে যে অতি অল্পসংখ্যক প্রতিবন্ধী নারীকে নায়কের মানসী হিসেবে কল্পনা করা হয় তাদের স্বাভাবিক নারীসুলভ আকর্ষণের পরিবর্তে অন্তর্নিহিত দেবিত্ত অথবা ব্যতিক্রমী বিশেষ গুণাবলীর ওপর থাকে অধিকতর গুরুত্ব। রজনীকে ফিরে পেতে হয় তার দৃষ্টি, মালাকে (পদ্মা নদীর মাঝি) হতে হয় ব্যতিক্রমী সুন্দরী তবু শেষ রক্ষা হয় না। অনুরাগ,অনুসন্ধান ইত্যাদি জনপ্রিয় চলচিত্রে প্রতিবন্ধী নায়িকার সার্বিক উপস্থিতি এবং উপস্থাপনা স্বাভাবিক মানবীসুলভ বাস্তবতাকে অতিক্রম করে যায়। সুভা বা শ্যামলীর মতো চরিত্রেরা কোন গভীরতর বোধ ও ব্যঞ্জনার মুর্ত প্রতিক মাত্র। অবশ্য প্রতিবন্ধকতার এই প্রতিকি আবেদন পুরুষ এবং নারী উভয় ক্ষেত্রেই তাকে বিভিন্ন শিল্পে, বিশেষতঃ অঙ্কন ও ভাস্কর্য শিল্পে, একটি জনপ্রিয় বিষয়বস্তু করে তুলেছে যা তথাকথিত স্বাভাবিক মানুষের 'স্বাভাবিকতাকে' উজ্জ্বলতর আলোকে প্রতিভাত করে এবং স্বাভাবিক মানুষের মহত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। এক্ষেত্রে "ব্ল্যাক" সিনেমাটির বৈপ্লবিক

ভাবনা উল্লেখের দাবি রাখে। এই প্রতিস্পরধি কেন্দ্রীয় চরিত্রটির বাস্তব কিন্তু অবিশ্বাস্য সংগ্রাম ও তার সাফল্যকে যথোপযুক্ত ভাবে তুলে ধরার পরেও তার যৌনজীবনের চিত্রায়ন নিঃসন্দেহে পরিচালক সঞ্জয় লীলা বানসালির একটি অতি সাহসী পদক্ষেপ। অথচ প্রচার মাধ্যমগুলি এই চলচ্চিত্রটির আইডিওলজিক্যাল এবং বিভিন্ন নান্দনিক উপস্থাপনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে প্রশংসায় মুখর হলেও এই একটি বিষয় রক্ষা করে এক অদ্ভুত নীরবতা, "silence". এই নিরবতাই আসলে সমাজের প্রকৃত মনোভাবের নির্ভরযোগ্য দর্পণ।

বারংবার যৌন আকর্ষণ এবং যৌন হেনস্থার কেন্দ্রে উঠে এলেও একজন প্রতিবন্ধী তথা দৃষ্টিহীন নারীর "sexual imaginary" থেকে বহিষ্কার তাকে কৃষ্ণাঙ্গী নারীর প্রতি সমাজ মানুষের দ্বিচারিতার কাছাকাছি এনে দেয়। একজন কৃষ্ণাঙ্গী নারী অহরহ "sex object" হিসেবে প্রজেক্টেড হলেও নায়িকার ভূমিকায় তাদের প্রবেশাধিকার সীমিত, সেখানেই গৌরবর্ণাদেরই জয় জয়কার। অপরপক্ষে একজন প্রতিবন্ধী তথা দৃষ্টিহীন নারীর বিশেষত্ব বা অতিমানবিকত্ব হাইলাইটেড হলেও "sexual aesthetics"-এর পরিধীতে সে রয়ে যায় ব্রাত্য। আসলে উভয় ক্ষেত্রেই এই দুই শ্রেণীর নারীদেরকে "mainstreaming"-এর ব্যাপারে সমাজের জড়তা আজও কাটেনি পুরোপুরি।

LGBTQ গোষ্ঠীর বিবাহের অধিকার আইনসঙ্গত করবার দাবীর পশ্চাতে থাকে তাদের ভিন্ন যৌনতার বৈধতা ও স্বাভাবিকতার স্বীকৃতি আদায়ের আকাঙ্ক্ষা। আপাতদৃষ্টিতে এটিকে একটি পশ্চাদাপসরণকারী পদক্ষেপ মনে হতে পারে কারণ বিবাহ বিষয়টি লিঙ্গ নির্দিষ্ট ভূমিকার ক্রমচ্চ স্তরবিন্যাসের তত্ত্বের ওপরেই দাঁড়িয়ে। এ "Gender"-এর এই "policed domain"-এ প্রবেশের অধিকার অর্জনের এক লড়াই। একই রকম ভাবে একজন দৃষ্টিহীন নারীকে বহির্জগতে এবং কর্মক্ষেত্রে তার যোগ্যতা প্রমাণের পাশাপাশি পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে নারী হিসেবে তার স্বীকৃতি অর্জনের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয় নিরন্তর। তার এই ভূমিকার কোনো প্রত্যয়িত দলিলের অভাব তার পারঙ্গমতাকে আড়াল করবার অপূর্ব সুযোগ এনে দেয় সুযোগসন্ধানকারীদের

তার মানে এই নয় যে সেই মেয়েটি তার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে না, কিন্তু তার সক্ষমতা সম্পর্কে প্রচলিত অজ্ঞতা কে পুঁজি করে পারিবারিক রাজনীতির ময়দানে স্বার্থান্বেষীরা তাদের মহত্ব প্রচারে তৎপর হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রেই সেই নারীরা তাদের "gender role " কে অস্বীকার করার পরিবর্তে তাকে যথাযথভাবে পালন করে এই ব্যবস্থার প্রতি কোনো বিশেষ আস্থার কারণে নয় বরং তাদের সমকক্ষতা প্রমাণের জন্য।

এই অবস্থায় একজন দৃষ্টিহীন নারীর স্বেচ্ছায় তার "gender role" স্বীকার করে নেওয়া প্রাত্যহিক বাস্তব প্রয়োজন পূরণ করা ছাড়াও হয়ে ওঠে এক রাজনৈতিক বক্তব্য। যুগযুগান্ত ধরে নারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রহরাবেষ্টিত এই আবদ্ধ পরিসরে দৃষ্টিহীন নারীদের প্রবেশ একাধারে যেমন তাদের "identity" -কে একটি বিকল্প মাত্রা দান করে তেমনি ওই "rubric" টিকেও "destabilize" করতে সক্ষম হয়। এই লিঙ্গনির্দিষ্ট ভূমিকা অবশ্যই তার লক্ষ্য নয়, তার পথ যা তাকে অতিক্রম করতে হবে পূর্ণ মানুষী হিসেবে নিজের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য। "পারিনা (cannot)" বদলে যাবে "করিনা (do not)"-র রেটোরিকে, সে আদায় করে নেবে একটি আইডিওলজিতে বিশ্বাস করা এবং সেই অনুযায়ী তার নিজস্ব কর্মধারা নির্ধারণ করবার এজেন্সি বা কর্তৃত্ব।

ডঃ নীলাঞ্জনা সেন

সহকারী অধ্যাপক (ইংরাজি বিভাগ)

কিশোরে ভারতী ভগিনী নিবেদিতা কলেজ (কো-এড)

মহাকাব্য ও পুরাণের ভিন্ন পাঠ নারীর চোখে

ড.নন্দিনী রায়

অধ্যাপক ----বাংলা বিভাগ

মহাকাব্য মহাভারত ও পুরাণের দেবী দুর্গাকে যেভাবে নবরুপে নব আঙ্গিকে দেখেছেন,নাট্যকার - অভিনেত্রী শাঁওলী মিত্র ও কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত। "নাথবতী অনাথবৎ" ও "আমার দুর্গা" রচনাদুটি বেছে নেওয়া হল এই নব আবিষ্কারের স্বরুপ তুলে ধরার জন্য।

।।।।।।।। প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব শাঁওলী মিত্রের রচনা এবং একক অভিনয়ে সমৃদ্ধ " নাথবতী অনাথবৎ" (১৯৮৩) নাটকটি আবির্ভূত হল মঞ্চে।বাংলা নাট্যজগত আলোড়িত হল তুমুলভাবে। এক নারী মহাভারতের নারীকে দেখলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, যে সম্রাজ্ঞীর সব আছে অথচ কিচ্ছু নেই,তাঁরই এক অনন্য রুপ লক্ষ্য করে সচকিত হয়ে উঠলাম আমরা। একই সঙ্গে দোর্দণ্ডপ্রতাপে দ্রৌপদীসহ মহাভারতের অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করে রাজসভায় উপবিষ্ট বিখ্যাত পুরুষদের মুখোশ খুলে দিলেন তিনি ----

" বাবুমশায়রা,এইরকম এক একটা কাল আসে পৃথিবীতে, যখন এইসব গুণীজনরা সব চুপ করে থাকে,আর যে অত্যাচারিত হয়,সে হয়েই যায়,হয়েই যায়,হয়েই যায়।" তিনি বলতে এলেন এক অভাগিনীর কথা,যে" রানি কিন্তু রানি নয়।সম্রাজ্ঞী কিন্তু সম্রাজ্ঞী নয়।রাজ্যেশ্বরী হয়েও রাজ্যহারা,সব পেয়েও সব্বোহারা এক অভাগিনী মেয়ের কথা।"

।।।।।।। কৃষ্ণবর্ণা- ভ্রমরচক্ষু- পদ্মগন্ধা- দীর্ঘাঙ্গিনী- সুকেশিনী- অপরুপা মেয়ের বিয়ের শর্ত ছিল----

যে ব্যক্তি ঐ বিশাল ধনুতে জ্যা রোপণ করে ঐ আকাশযন্তরের ছিদ্দরের মধ্যে দিয়ে পঞ্চশর লক্ষ্যবস্তুতে মারতে পারবে,তার গলায় মালা দেবে দ্রৌপদী।" কিন্তু শল্যরাজ - শিশুপাল - জরাসন্ধ - জয়দ্রথ ভূমিতে চিৎপাত হয়ে পড়লেন ---- " কারো মটুক গেল ছিটকে। কারো মালা গেল শতচ্ছিন্ন হয়ে। "ধনুক ধরলেন ব্রাম্ভণবেশী অর্জুন, সবার প্রাথমিক ব্যঙ্গবিদ্রূপের পর তাঁর পায়ের গড়ন - আত্মবিশ্বাস - দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে" সবাই কেমন মোহিত হয়ে গেল।সবচেয়ে মোহিত মশায়রা আমাদের দ্রৌপদী।" দ্রৌপদী হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছেন দেখে সমবেত আক্রমণ করলেন ক্ষত্রিয়রা আর দ্রৌপদীর নতুন স্বামী আরেক

বিশাল চেহারার ব্রাহ্মণের সহায়তায় সবাইকে নাস্তানাবুদ করে দিলেন আর দ্রৌপদী পরম বিশ্বাসে - পরম নির্ভরতায় গরীব হবেন জেনেও অজানা পথে বেরিয়ে এলেন স্বামীর হাত ধরে।

।।।।।। যুদ্ধে স্থির যুধিষ্ঠির, স্থিতধী, বুদ্ধিমান, মহাপন্ডিত যুধিষ্ঠিরের মুখোশ এর পরেই খুলে যেতে দেখি আমরা,অতীবসুন্দরী যাজ্ঞসেনীর জীবনযন্ত্রণার প্রধান কারণ যে তিনিই।নির্লজ্জ স্বামী নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকেও পাশাখেলায় একদিন পণ রাখবেন, এ ব্যাপার আশা না করার কোনো কারণ ছিল না,কারণ মাতৃ আজ্ঞার ভুল ব্যাখ্যা করে তিনি ভ্রাতৃবধূকে বাসরশয্যায় পেতে ইচ্ছুক হলেন।আর যাঁকে ঘিরে সুন্দরীর স্বপ্ন ঘনিয়েছিল সেই অর্জুন তখন থেকেই মাতা- অগ্রজের আজ্ঞাবহ সুবোধ বালকমাত্র,হয়তো তখন থেকেই বৃহন্নলা।

।।।।।। মা কুন্তী বলেছেন ----" যা এনেছ পাঁচজনে মিলে ভোগ কর বাবা।"ভাইদের মুখ তখন কামনায় উজ্জ্বল। " আদরের দুলালী,তখন হল গে পান্ডবদের সম্পত্তি।"

।।।।। ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাসাদে জলে হাবুডুবু দুর্যোধনের পৌরুষে আঘাত লাগল দ্রৌপদীর খিলখিল হাসিতে।কথকের কথায় একটা বোকা - গোঁয়ার ছেলের মত সে এসে বাবাকে বলল, " বাবা। আমি ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।" ধ্রতরাষ্ট্র প্রথমে রাজি না হলেও মামা শকুনি তাকে পাশা খেলে যুদ্ধে জেতার প্রতিশ্রুতি দিলেন।তাতে সানন্দে রাজি হলেন ধর্মপুত্র এবং নিজেকেসহ সব ভাইদের পাশাখেলা য় হারিয়ে দাসে পরিণত হলেন।তারপর পণ রাখলেন স্ত্রীকে, আর সেই স্ত্রীকে চুলমুঠি ধরে টানতে টানতে সভায় এনে ফেললেন দু:শাসন, দ্রৌপদী তখন একবস্ত্রা- রজস্বলা।তিনি বিচার চাইলেন ভীষ্ম -দ্রোণ - ধৃতরাষ্ট্র - সবার কাছে।একমাত্র প্রতিবাদ করলেন ভীম,বড় দাদার হাত আগুনে পুড়িয়ে দিতে চাইলেন,প্রতিবাদ করল বালক বিকর্ণ আর বিদুর।অবশেষে "শ্যালকুকুরের! প্যাঁচার " অমঙ্গলের ডাক শুনে রাজ্য ধ্বংস হওয়ার ভয়ে একে একে দ্রৌপদীকে সব ফিরিয়ে দিলেন ধৃতরাষ্ট্র, কিন্তু আবার পাশাখেলা আর তারপর কথকের বেদনাভরা উক্তি, " ঐ যে গোড়াতেই বললুম কিনা,সব পেয়েও সর্ব্বোহারা এক মেয়ের কথা বলছি।বলি তেরো বছরের জন্য তাকে গৃহহারা করে দিলে কৌরবেরা।"

।।।।। একবার বাধ্য হয়ে যুধিষ্ঠিরের শয়নকক্ষে ঢুকে পড়ার অপরাধে অর্জুনকে বারো বছরের জন্য ব্রহ্মচর্য নিতে হল,তাই যুধিষ্ঠিরের পর"ভীমের সঙ্গে ঘর করা হল,নকুল,সহদেব--- সবার সঙ্গে ঘর করা হল--- অর্জুনের সঙ্গে ঘর করা হল না।" প্রিয় মানুষ কিন্তু ব্রহ্মচারী থাকেনি----- " বনবাসে তার সঙ্গিনী জুটেছে- উলুপী,চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা।দ্রৌপদী যার কথা ভেবে ভেবে মরেছে,সে বীভৎস পাশাখেলার দিনে ছিল বাক্যহারা -- " তবু কেন যে লোকটাকে এত ভালোবাসে পাঞ্চালী! "

।।।। দ্রৌপদীর ক্রোধকে ব্যক্তিগত ক্রোধ মনে করে তাকে শান্ত হতে বলেছেন ধর্মপুত্র, কীচকের নীচ কামনায় সাড়া না দেওয়ার অপরাধে সে সৈরিন্ধ্রীরুপী দ্রৌপদীকে ভরা রাজসভায় পদাঘাত করল বিরাটরাজের সামনে,তখনো অপমানিতা পত্নীর কান্না নাটক বলে মনে হয়েছিল যুধিষ্ঠিরের। ততদিনে দ্রৌপদী বুঝেছেন প্রতিকার একজনই করতে পারেন,রন্ধনশালায় পাচকরুপী ভীমের কাছে উপস্থিত হলেন দ্রৌপদী---- পরদিন রাতে নৃত্যশালায় কীচক পরিণত হলেন মাংসপিন্ডে।

।।।। সখা কৃষ্ণকে এক অঙ্গীকার করতে বলেছিলেন দ্রৌপদী,যখন সখাও স্বামীর সুরে সুর মিলিয়ে ক্ষমার কথা বলেছিলেন ---- "তুমি কি এই অঙ্গীকার করতে পারো,যে তাহলে আর কোনো নারী ভবিষ্যতে অনুরুপভাবে লাঞ্ছিতা হবে না?উৎপীড়িতা হবে না?এই ক্ষমায় কি সেই স্বর্গরাজ্য আসবে পৃথিবীতে? বল কৃষ্ণ! "

- আহা বড় আশা ছিল দ্রৌপদীর মনে।

ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে এ ভুবনে।।

কাঙ্ক্ষিত ধর্মযুদ্ধ হল- পান্ডবের জয় হল -- পরিণামে দেখি অপমানে হতাশায় অসম্মানে জীবন কাটিয়ে এক নারী চলেছে তার শেষযাত্রায় -- শ্রান্তিতে - ক্লান্তিতে ধুলায় লুটিয়ে পড়ে নাথবতীর কানে এল ঈর্ষান্বিত যুধিষ্ঠির বলছেন অর্জুনকে বেশি ভালোবাসার অপরাধে তাঁর এই পরিণতি। এসময় মনে পড়ে তিনি অর্জুনকে সবচেয়ে ভালোবেসেছিলেন,কিন্তু অর্জুন ভালোবেসেছিলেন কাকে? সুভদ্রা? উলুপী? চিত্রাঙ্গদা? না দ্রৌপদীকে?

।।।। নাথবতীর মনে আসে এক আশ্চর্য আলোড়ন - একজন তাঁকে সত্যিই ভালোবেসেছিলেন- পাশাখেলার দিন জ্যেষ্ঠর হাত পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি- দুশ্চরিত্রকে পরিণত করেছিলেন মাংসপিন্ডে-বোকা গোঁয়ারকে উরু ভেঙে বধ করেছিলেন-কেশাকর্ষণকারী বস্ত্রহরণকারীর বুক চিরে রক্তপান করেছিলেন আর যম যখন শিয়রে তখন সেই মানুষ বলেছিলেন, " তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?" তাই কেবল একটা শেষ ইচ্ছা জাগে তাঁর, " আর জন্মে তুমি কেবল আমার হয়ো ভীম।"

নাট্যকার এবং কথক সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী চরিত্রে অভিনয় করতে করতে পৌঁছে দেন সেইখানে যেখানে মহাভারতের নারীর বেদনায় বেদনা মিশে যায় আমাদের অজান্তে।

।।।।। পুরাণের দেবী দুর্গাকে কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কন্যাশ্লোক কবিতায়।একুশ শতকে মাটির পৃথিবীর প্রতিটি নারীর মধ্যে তাঁকে খুঁজে পেয়ে কবির উক্তি-

হে মহামানবী,তোমাকে সালাম।

।।।।। দুর্গা সোরেন সর্বশিক্ষা অভিযানে বৃত্তি পেয়ে ভর্তি হয় ইংরেজি স্কুলে- অঙ্কের স্যার যোগবিয়োগ শেখানোর অছিলায় তাকে বিরক্ত করতে এলে দুর্গা তার হাতটা দিয়েছে মুচড়ে, তার ইচ্ছে কল্পনা চাওলার মত আকাশে ওড়ার--

মহাকাশচারী হবেই বটেক দুর্গা।

--- দুর্গা কখনো মেধা পাটকর,কখনো তন্বী, কখনো গোলগাল - তাকে দেখা যায় স্কুলঘরে- পথেপ্রান্তরে-

আমার দুর্গা মনিপুর জুড়ে নগ্নমিছিলে হাঁটে।

সে ত্রিশূল ধরেছে স্বর্গে- মর্ত্যে-- কাস্তে হাতে তাকে দেখা যায় আউশ ধানের মাঠে-আমরা দুর্গাকে দেখি-"আন্দোলনে - উগ্রপন্থে-শিক্ষাব্রতে- কর্মযজ্ঞে -আতুড়ঘরে" আবার"অগ্নিপথে- যুদ্ধজয়ে,লিঙ্গসাম্যে-শ্রেণিসাম্যে-দাঙ্গাক্ষেত্রে- কুরুক্ষেত্রে।"

এই অসাধারণ কবিতার শেষে কবির শ্রদ্ধার্ঘ্য--

"মা তুঝে সালাম।"

ART BY SHUBHRA NATH, DEPT. OF ENGLISH

AMNESIA

"Forget about it."
and so I do.
Words float
oh there's such a flu
going around,
I forget to look back and forth
and barely cross the road.

"I just told you about it, didn't I?"
"You have?" but surely
I can't deny I must have
missed it
pressed it
congealed it…
The pudding is lit.
Blankly I stare at the dolls
as I sit
between rolls of paper & missed calls.

"I did tell you about this, remember?"
"Of course, you did!"
But words skid on the shiny floors
of prim cafes and posh bars
gliding to find their way
among blistered souls of prey
waiting
to erase the memory of your blame
but that would be sheer mayhem!

So
let's just
forget about it….

Anindita Mitra

আলোর অসুখ

আলোর থেকে অনেক দূরে
অনেক অনেক অনেক দূরে
একলা হয়ে যাচ্ছি ক্রমে ক্রমে

ভয় পেও না, বলছে না কেউ
প্রতীক্ষাতে থাকছে না কেউ
জ্বালছে না কেউ তীব্র আগুন মোমে।

এমনটা তো চাইনি আমি!
আকাশ ভরা তারার সামিল
চাইছি হতে, সঙ্গ পাওয়ার লোভে -

একলা থাকা কষ্ট বড়ো
কেউ তো আমায় আগলে ধরো
বুকের ভিতর উষ্ণ পরশ - ছোঁবে।

এমন যদি হতেই থাকে
ভাগ্যকে আর কে আটকাবে?
চোখের থেকে হারিয়ে যাবে হাসি!

ভাল্লাগে না অতীত কিছু
কোথায় পাবো নতুন কিছু?
শূণ্যতে ফের, তাই কি ফিরে আসি?

আমার এমন কেমন হলো?
পাপের ঘড়া পূর্ণ ষোলো?
তাই কি এমন দুঃখ নদীর বান?

আর যদি চাই নম্র ক্ষমা
পূণ্য খাতায় সংখ্যা জমা -
পড়বে না কি? ইঙ্গিতে জানান।

একটু ভালো থাকতে চেয়ে
ছায়ার তলে বাঁচতে চেয়ে
এমন অসুখ ধরলো কেমন করে?

অসুখ আমার চোখের কোলে-
বুকের ভিতর প্রবল দোলে
অস্থিরতা - মনখারাপের জোরে।

এমন করেই কাটবে আঠাশ?
অসম্ভব! ওষুধ পাঠাস
পাহাড় থেকে নীলাঞ্জনের হাতে -

দুঃখ পুঁতে মাটির টবে
আবার যেদিন গোলাপ হবে
পুজোয় দেবো, অন্নভোগের সাথে।

-দেবলীনা মুখোপাধ্যায়

কবি সমর সেন

অনির্বাণ দত্ত

কাব্য - (১) কয়েকটি কবিতা (১৯৩৭)

(২.)গ্রহণ (১৯৪০)

(৩) নানাকথা (১৯৪২)

(৪) খোলাচিঠি (১৯৪৩)

(৫) তিনপুরুষ (১৯৪৩)

কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের নাগরিক ক্লেদ ও ক্লান্তি সমর সেনের কবিতার মুল উপজীব্য । সেই সঙ্গে তাঁর কবিতায় লক্ষ করা গেছে মার্কসবাদী চিন্তার প্রভাব । বুদ্ধদেব বসু সমর সেনর কবিতা বিষয়ে 'কবিতা পত্রিকা' (আষাঢ় ১৩৪৪)সংখ্যায় লিখেছিলেন যে সমর সেন " শহরের কবি " "কলকাতার কবি"। নিজের কবিতায় মধ্যবিত্ত জীবন যন্ত্রণায় পিষ্ট একজন প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন তিনি । তাঁর কবিতায় বিপন্ন নায়ক হিসেবে তিনি দেখেছেন যে, বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে জীবন এবং জীবিকার যাঁতাকলে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন পিষ্ট হয়ে গেছে । চারদিকে শুধু নৈতিকতার অবক্ষয় আর যান্ত্রিকতা যেন এই শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন- যাপনকে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে। তবে এই কথাও ঠিক যে, কোনো কোনো কবিতায় তিনি জীবনের মাধুর্য এবং প্রেমের দিকেও ফিরে তাকিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে 'মহুয়ার দেশ' কবিতাটির কথা মনে পড়ে -"অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ, /সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে/ দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,"/

"আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়ার ফুল, নামুক মহুয়ার গন্ধ"।

রাজনৈতিক বিশ্বাসে সমর সেন মার্কসবাদী। রাজনৈতিকভাবে তিনি আশা করেছিলেন যে পৃথিবীর শস্যলোভি পরজীবি পঙ্গপাল যারা,- তাদের সকলের অবস্থা হবে শ্রমিকের হাতুড়িতে পিষ্ট হওয়া পরজীবি পঙ্গপালের মতো- " অপরের শস্যলোভী পরজীবী পঙ্গপাল/ পিষ্ট হবে হাতুড়িতে" । বস্তুত সাধারণ জীবনের সমস্ত ক্ষত লাঞ্ছনাই সমর সেনের কবিতায় সুস্পষ্ট ধরা পড়েছে ।এই প্রসঙ্গে "নষ্টনীড়" কবিতার কথা মনৈ পড়ে। কবিতাটির নামটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প "নষ্টনীড়"-এর সাদৃশ্যও পাঠকের মনে আসে। কিন্তু একথা বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষদশকে বাংলা কাব্যজগতে হমর সেনের আবির্ভাব হলেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর কবিতায় একেবারে ছিল না। রোম্যান্টিকতা তাঁর কবিতার মৌল উপাদান নয় । একটি জাতিগোষ্ঠীর উদ্বাস্ত হওয়ার বেদনাই সমর সেনের নষ্টনীড় কবিতায় ধরা পড়েছে। তিনি দেখেছেন মানুষের সহ-

অবস্থান বদলে গেল বিদ্বেষেজন্ম নিল অবিশ্বাস- অসন্তোষ -হিংসা -হত্যা-ধর্ষণ –"নষ্টনীড় পাখি কাঁদে আমাদের গ্রামে/রক্তমাখা হাড় দেখি সাজানো বাগানে।"

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। সমর সেন ছিলেন সহ সম্পাদক । ওই সংখ্যায় তাঁর চারটি কবিতা প্রকাশিত হয় । রবীন্দ্রনাথ সমর সেনের কবিতা পড়ে বলেছিলেন যে সমর সেনের কবিতায় গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে এবং আরও বলেছিলেন, "সাহিত্য এঁর লেখা ট্যাকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে" । কিন্তু সমর সেন বেশিদিন কবিতার জগতে থাকেননি। প্রথম দিকে তাঁর কাব্যে ধূসরতা, মোহ- বিষণ্ণতা ও অবক্ষয়িত জীবনের স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াস ছিল , পরে এর থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি ।

কবির দ্বিতীয় কাব্য "গ্রহণ" থেকেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। নতুন একটি আশা যেন খুঁজে পেয়েছেন তিনি- "তবু জানি জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে/ চূর্ণ হবে/ আকাশ গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে"। কিন্তু এ কথাও সমর সেন এক মুহূর্তের জন্য ভোলেননি যে বিশ্বযুদ্ধের ছায়া পৃথিবীকে গ্রাস করেছে একেবারে। যেন আলোর উৎস সূর্যেই গ্রহণ লেগেছে। অবশ্য বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া যোগ দিলে কবির মনে যুদ্ধের কালো প্রেক্ষিতের মধ্যেও আশা জেগেছে। "খোলা চিঠি" কাব্যেও , কাব্যরচনার সমকালে পৃথিবীর উপর ঘটে যাওয়া নানা বিরুদ্ধ ঘটনার ছাপ পড়েছে। "তিন
পুরুষ" কাব্যটি আবার প্রকরণের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কবিতা রচনায় অত্যন্ত সংযমী ছিলেন সমর সেন। সারা জীবনে মাত্র চার পাঁচটির বেশি কাব্য তাঁর প্রকাশিত হয়নি। সহজ সরল শব্দবন্ধ বেছে নিয়েছেন তিনি তাঁর লেখায়। ছন্দের দিক থেকে মূলত গদ্যছন্দে লিখলেও সেই কবিতাগুলিতে তার ছন্দবোধের পরিচয় ছিল স্পষ্ট। সাধারণভাবে গদ্য ছন্দেই লিখতে পছন্দ করতেন সমর সেন; তবে তার ভিতর দিয়েই পদ্য ছন্দের লাবণ্য পরিস্ফুট হয়েছে। "তিনপুরুষ" কাব্যের বেশ কয়েকটি কবিতায় সমর সেন পদ্মছন্দ ব্যবহার করেছেন। সব মিলিয়ে বলা যায় রবীন্দ্র উত্তর পর্বের আধুনিকদের মধ্যে সমর সেন বুদ্ধিবাদ ও আবেগের মিশ্রণে মিতবাক এক স্বতন্ত্র কবি।

A STUDY ON THE EFFECTUALNESS OF YOGA IN THE TEACHER EDUCATION PROGRAMME: STYDY AREA WEST BENGAL

Deblina Talukdar, Student of M.Ed Department
Sammilani Teacher Training College, Kolkata, India.
Email: deblinatalukdar1982@gmail.com
Contact-9830632185

Abstract

Objective: This paper intends to study the effect of "Yoga" in the Teacher Education programme as perceived by the trainees and how it can bring psycho- physical equilibrium within trainees.

Method: The investigator used quasi-experimental design. Investigator selected 200 sample trainees from the different teacher training colleges of West Bengal and they were divided into two groups, then intervention programmes were conducted for 30 days to measure the effects.

Result: Significant difference among the levels of sattva, rajas and Tamas were found between the groups and it also suggested some measures through which yoga can be holistically be inserted in the curriculum of teacher education.

Conclusion: The spiritual ambience plays crucial role in enhancing the level of sattva in an individual's psyche and harmonizing and sublimating the rajas and Tamas for productive utilization under the dominance of sattva for an optimum functioning of an individual.

Keywords: Yoga, Teacher trainees, Holistic development, Peace of mind.

1. Introduction

The teacher education and training to shape responsible enlightened citizens and qualified experts and specialists, without whom no nation could progress economically, socially, culturally or politically, since society is becoming knowledge based, higher education and research were vital components of cultural, socioeconomic and environmentally sustainable development of individuals, organizations, communities nations. The NCTE prepared the curriculum framework for teacher education in 1998 and for the first time made the recommendation for beginning a two-year B.Ed. programme to prepare quality teachers. The quality of teacher education cannot be given within one year duration, therefore NCTE formulated the (Recognition Norms and

Procedure) Regulations, 2014 of national policy for higher education for B.Ed, course duration as two years in India. The NCTE helped to improve the quality of teacher education in terms of modern curriculum. This programme is comprised of three broad inter-related curricular areas– perspectives in education, curriculum and pedagogic studies and Engagement with the Field (Jayakumar, 2016). The term Yoga has its verbal root as "Yuj" in Sanskrit. Yuj means joining. Yoga is that which join. Yoga has been introduced in the curriculum of B.Ed as a main course as well as optional paper due to its relevance in present society. Yoga is a scientifically proven/verifiable system of providing excellence to the development of a 'total' human personality; and this can be a panacea for most human ills and misfortunes – both physical and mental (Nagarajan, June 8, 2015).Thus, Yoga is a systematic process for accelerating the growth of an individual in his or her entirety. With this growth, one learns to live at higher states of consciousness. Yogic Education System helps students and teachers to relax the body, and helps in focusing mind. It creates healthy lifestyle, provides effective treatment of a wide range of health problems or disorders, imagination power and thinking, creates a healthy environment for teaching-learning processes, and reduces their stress (Satsangi1, 18 March, 2018). Key to this all-round personality development and growth is the culturing of mind. Shankar et al stated that" the typology of personality is based on Trigunas, that is, the Triguna theory of personality comprises the three gunas or the three basic personality traits. They are the i) Sattva gunas ii) Rajas gunas iii) Tamas gunas" (Akanksha Mendiratta, December 31, 2020). All the three gunas are present in each individual in different degrees. The dominance of one or the other gunas lead to a particular type of behaviour. Therefore, when the individual teacher will have an effective personality he or she can excavate himself or herself perfectly in the job of nation building.

1.1.Theoretical Background of the Study

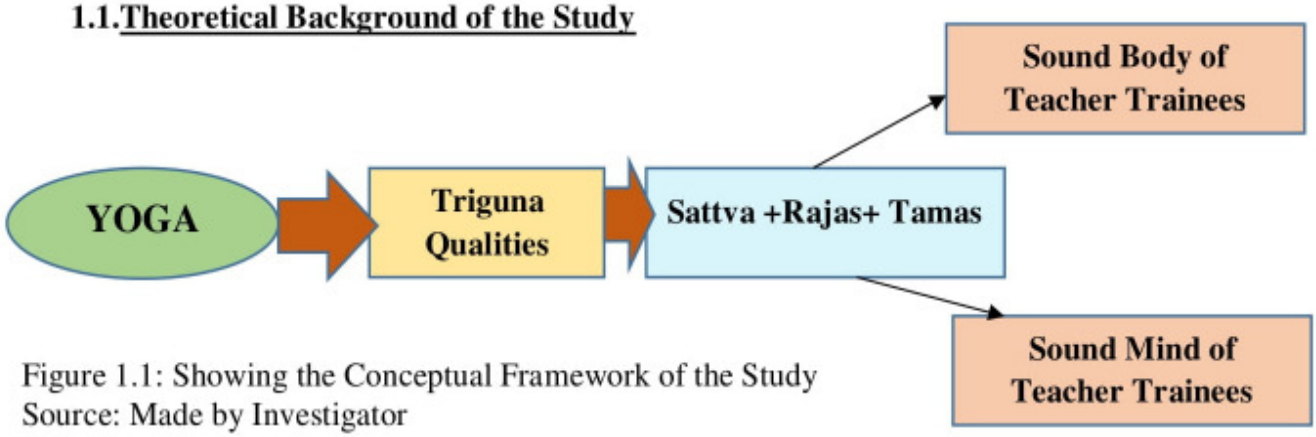

Figure 1.1: Showing the Conceptual Framework of the Study
Source: Made by Investigator

Yoga, with its roots in ancient Indian traditions, provides a systematic and holistic approach to self-development and well-being. The philosophical underpinnings of yoga, as articulated in classical texts such as the Yoga Sutras of Patanjali, emphasize the transformation of the individual's mental and emotional states. The theoretical foundation of the study on the effectiveness of yoga for teacher trainees in developing the Triguna qualities is rooted in ancient Indian philosophy, particularly the concept of Triguna. Triguna, derived from the Samkhya school of philosophy, posits that the entire material world is composed of three fundamental qualities or gunas—sattva (goodness), rajas (passion), and Tamas (ignorance). Each individual possesses a unique blend of these gunas, influencing their mental, emotional, and behavioral tendencies. Sattva is associated with purity, balance, and knowledge; rajas with activity, dynamism, and desire; and tamas with inertia, lethargy, and ignorance. The integration of these qualities is considered essential for achieving holistic well-being and self-realization. Recognizing that effective teaching extends beyond the mastery of pedagogical techniques, the study draws from the yogic philosophy to propose that a balanced blend of sattva, rajas, and Tamas qualities is conducive to creating a positive and enriching learning environment. Thus, the theoretical framework seeks to provide a comprehensive understanding of how yoga can contribute to the development of teacher trainees.

1.2.Statement of the Problem

In the realm of teacher education, the multifaceted demands on educators extend beyond the mastery of pedagogical techniques, encompassing the cultivation of inner qualities that contribute to effective teaching and holistic well-being. This study addresses the gap in empirical research by investigating the effectuality of yoga practices in the development of Triguna qualities—sattva (goodness), rajas (passion), and Tamas (ignorance)—among teacher trainees. While traditional teacher training programs emphasize academic and instructional competencies, the potential of integrating yoga into these programs as a holistic approach to self-development and balanced qualities remains underexplored. The problem at hand is twofold: first, the lack of a comprehensive understanding of how specific yogic interventions contribute to the refinement of Triguna qualities in teacher trainees, and second, the potential impact of such developments on the overall well-being and professional effectiveness of future teachers. This study seeks to address these gaps by examining the nuanced relationship between yoga practices and the cultivation of Triguna qualities, providing insights that can inform the design and implementation of teacher training

programs aiming for a more holistic approach to teacher development. In doing so, the research aims to contribute to the broader discourse on teacher well-being and the integration of contemplative practices into education for the betterment of both educators and the learning environments they facilitate. Thus the study entitles as " **A Study on the Effectualness of Yoga in the Teacher Education Programme: Study Area West Bengal**."

1.3.Need and Significance of the Study

In modern time study of Trigunas has been a benchmark in studying how the psyche of an individual actually operates and different yoga techniques have been found to be helpful in improving the health factors for optimum well-being. Teacher trainees often face a myriad of challenges as they prepare for the complex and demanding role of an educator. The need to develop a harmonious blend of Triguna qualities becomes imperative for navigating the diverse and dynamic landscape of the classroom. While academic training equips teachers with the necessary subject knowledge and teaching methodologies, the cultivation of qualities such as empathy, equanimity, and clarity of thought is equally crucial. Yoga, with its holistic approach to well-being, has the potential to address this need by offering practices that not only enhance physical health but also promote mental clarity and emotional balance. Therefore, through the investigation the researcher tries to find out how the yoga education in help in developing Triguna qualities and sustaining peace of mind among the teacher trainees in West Bengal.

1.4.The Objectives of the Study

2. To examine the difference between the groups in pretest and posttest scores of Triguna qualities among teacher trainees of West Bengal.
3. To explore the relationship between the groups of Triguna qualities and the overall well-being of teacher trainees of West Bengal.
4. To evaluate the mean scores of Triguna qualities (Sattva, Rajas and Tamas) after the yoga intervention program among teacher trainees in West Bengal.

1.4.The Hypothesis of the Study

H_{o1}: There were no significant difference between the groups in pretest and posttest scores of Triguna qualities among teacher trainees of West Bengal.

programs aiming for a more holistic approach to teacher development. In doing so, the research aims to contribute to the broader discourse on teacher well-being and the integration of contemplative practices into education for the betterment of both educators and the learning environments they facilitate. Thus the study entitles as " **A Study on the Effectualness of Yoga in the Teacher Education Programme: Study Area West Bengal**."

1.3.Need and Significance of the Study

In modern time study of Trigunas has been a benchmark in studying how the psyche of an individual actually operates and different yoga techniques have been found to be helpful in improving the health factors for optimum well-being. Teacher trainees often face a myriad of challenges as they prepare for the complex and demanding role of an educator. The need to develop a harmonious blend of Triguna qualities becomes imperative for navigating the diverse and dynamic landscape of the classroom. While academic training equips teachers with the necessary subject knowledge and teaching methodologies, the cultivation of qualities such as empathy, equanimity, and clarity of thought is equally crucial. Yoga, with its holistic approach to well-being, has the potential to address this need by offering practices that not only enhance physical health but also promote mental clarity and emotional balance. Therefore, through the investigation the researcher tries to find out how the yoga education in help in developing Triguna qualities and sustaining peace of mind among the teacher trainees in West Bengal.

1.4.The Objectives of the Study

2. To examine the difference between the groups in pretest and posttest scores of Triguna qualities among teacher trainees of West Bengal.
3. To explore the relationship between the groups of Triguna qualities and the overall well-being of teacher trainees of West Bengal.
4. To evaluate the mean scores of Triguna qualities (Sattva, Rajas and Tamas) after the yoga intervention program among teacher trainees in West Bengal.

1.4.The Hypothesis of the Study

$\mathbf{H_{o1}}$: There were no significant difference between the groups in pretest and posttest scores of Triguna qualities among teacher trainees of West Bengal.

H_{o2}: There were no significant relationship between the groups of Triguna qualities and the overall well-being of teacher trainees in West Bengal.

H_{o3}: There were no significant difference in the mean scores of Triguna qualities (Sattva, Rajas and Tamas) after the yoga intervention program among teacher trainees in West Bengal

2. Review of Related Literature

Khatun, S., Ansary, K., & Adhikari, A. (2022). Attitude towards yoga education among undergraduate students. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, *8*(12), 9-13. *T*he findings of this study revealed that there is no significant difference existing between male vs. female and rural college vs. urban college undergraduate students regarding their attitude toward yoga education. Another finding of this study also showed that there is no significant difference existing between arts and science undergraduate students regarding their attitude toward yoga education.

Sahu, J., & Ramanujam, V. (2019). Triguna Philosophy: An Armed Forces Perspective. International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature, ISSN (e), 2321-8878. The study also revealed ideal characteristics of rajasik and tamas which can be exploited to make the soldiers invincible. The new generation soldiers are logical in nature thus a scientific use of triguna concept can be utilized to create a potent armed force. The study reveals that the new generation leaders of armed forces are officers of the highest calibre, matured, intelligent, strategic thinker and truly knowledge-warrior and exhibit a high sattvic personality.

Yadav, S. K., Prakash, S., & Jain, R. K. (2016). Trigunas (Sattva, Rajas and Tamas) and Risk Taking Behaviour among Undergraduate Students. International Journal of Research–Granthaalayah, 4(1), 138-145. Tri-Gunas is considered an important personality factors in the eastern philosophy. 1) Sattvic personality and risk-taking behavior are not correlated to each other significantly. 2) Rajsic personality and risk-taking behavior are not correlated to each other significantly. 3) Tamsic personality and risk-taking behavior are not correlated to each other significantly in male students but in case of female students there exists a positive and significant correlation.

Pramanik, T. N., & Kundu, U. B. (2014). A study on the influence of yogic practices on self-concept and locus of control among school going students. International Journal of Science and

Research, 3(8), 156-159. The present work was taken up as data reported on the influence of yogic practices on self-concept and locus of control among school going student. A significant effect of yoga on self-concept (p<. 001) was observed. However, no significant effect of Yoga was observed on locus of control. The authors recommended that a yoga intervention of a longer period how a significant effect on locus of control.

2.1.Critical Appraisal of the Study

Many existing studies may focus on short-term outcomes, providing limited insights into the sustained impact of yoga interventions on the development of Triguna qualities among teacher trainees. The heterogeneity in yoga practices across studies may make it challenging to discern which specific styles or components of yoga are most effective in developing Triguna qualities. Limited research might explore how the development of Triguna qualities through yoga interventions translates into changes in actual teaching practices and effectiveness.

2.2.Research Gap of the Study

There were dearth of research related to area, therefore the study entitled as "**A Study on the Effectualness of Yoga in the Teacher Education Programme: Study Area West Bengal."**

3. Methodology of Study

The investigator used quasi-experimental design. The existing groups or naturally occurring conditions were used for comparison.

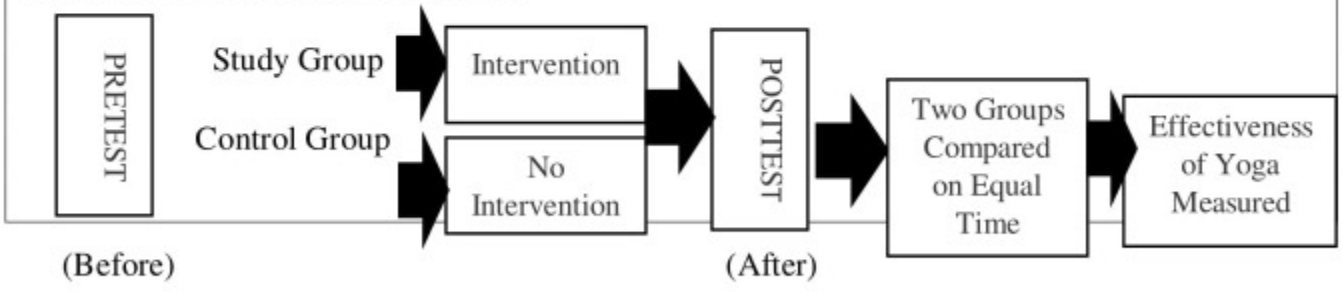

Figure 3.1: Showing the Schematic Representation of Quasi Experimental Design
Source: Made by Investigator

Area of Study

The study was conducted in the metropolitan colleges of Kolkata, West Bengal.

3.1.Population and Sample of Study

To estimate the sample size Krejcie and Morgan table were used. For a given population of 420 the collected number of sample for study was 200. To determine the sample size investigator used the Morgan's Table with 5% error of margin at 95% confidence level (Morgan, 1970) to justify the authenticity of selected sample size. Investigator selected 200 sample trainees from the 10 teacher training colleges of Kolkata, they were divided into two groups study, and control groups, then intervention programmes were conducted for 30 days to measure the effects.

3.2.Sampling Technique

Investigator used purposive sampling techniques for data collection. Data, collected from primary sources, has been compiled from Quantitative analysis. This technique is based on three criteria which are delineated below:

- Firstly, the respondents must belong from the Kolkata.
- Secondly they must belong from teacher training colleges.

3.3.The Variables of the Study

- **Dependent Variables**- Sattva, Rajas and Tama gunas within an individual was viable of being affected in teacher trainees from West Bengal.
- **Independent Variables**- It is the factor that appears, disappears, or varies as the researcher introduces, removes or varies the independent variable. So here, Yoga Education acts as an independent one.

3.4.Setting

Community hall - known to all the respondents and nearby to their colleges, where the Yoga intervention was carried out.

3.5.Tool used for the study

To conduct the study self-made standardized tool was used by the investigators. It measures the three Gunas—Sattva, Rajas and Tamas. It has 15 items for the Sattva Guna, 15 for Raja guna and 15 for Tama guna. The scale has good internal consistency and reliability with Cronbach's alpha ranging from 0.850 for Sattva, 0.915 for Rajas and 0.699 for Tamas.

3.6.Method of Data Collection

Primary Data

Primary data will be collected through administration of questionnaires to the targeted population.

Secondary Data

In collecting secondary sources of data, literature survey were conducted in different libraries on the subject matter. Various sources, which include books, journals, reports, papers and internet materials, were studied in order to have a critical overview of the effects.

3.7.The Intervention Programme

Before the intervention programme total sample were divided into two groups study group consisting of 100 respondents in study group followed by control group into 100 respondents. The initial pre-test score were calculated for both the groups by using the self-made tool. The intervention was given to study group and control group were devoid of it. Control group were taught through conventional method where weekly two practical and four theoretical classes of each 45 minutes were held. The programme for study group was for 8 weeks and by taking the permission from college authority the session was conducted in the early morning from 6 a.m. Once a week (8 Saturday) there was lecture and interactive group session. For 6 days in a week, yoga practical were practiced and the Saturdays were mainly for the theoretical sessions. After the completion of intervention again the same tool were applied on both the groups and post test score were calculated. All the sessions were conducted with the help of experienced trainer and the schedule were given below:

Table 3.1. Showing the Techniques of Imparting Yoga to Teacher Trainess

Practical session of Yoga	Duration
Warming up	10 min
Surya Namaskara	15 min
Relaxation Techniques (QRT)- in Savasana	4 min
Asana	20 min
Relaxation techniques (DRT)- in Savasana	6 min
Pranayama	15 min

Source: Made by investigator

Table 3.2. Showing the Day Routine of Imparting Yoga to Teacher Trainess

Saturdays	Content	Sub themes
1st	Introduction to Yoga	Definition of yoga- Bhagavad Gita, Patanjali, Vasishtha and Swami Vivekananda and Shri Aurobindo
2nd	Importance of Yoga practices	Asana, Pranayama, loosening exercise and breathing exercise
3rd	Four stream of Yoga	Asana, Pranayama, loosening exercise and breathing exercise
4th	Pancha Kosa	5 sheaths of existence- Anandamaya kosa, vijnanamaya kosa, Manomaya kosa, Pranamaya kosa, Annamaya kosa.
5th	Concept of disease	Adhija-vyadhi, anadhija-Vyadhi- sara & samana.
6th	Concept of IAYT	Healing all the 5 layers of existence.
7th	Yogic Diet	Sattvic food.
8th	Conclusion- Question & answer	Feedback and experiences

Source: Made by investigator

4. Data Analysis and Interpretation

Data analyzed by adopting appropriate statistical techniques for quantitative data. As the data were not normally distributed so researcher used non-parametric test instead of parametric test. The assumption of homogeneity of variances were violated, the data were highly skewed, and the presence of outliers strongly influenced the parametric results. Therefore, data violate assumptions such as normal distribution or homogeneity of variance.

H_{o1}: There were no significant difference between the groups in pretest and posttest scores of Triguna qualities among teacher trainees of West Bengal.

To verify the hypothesis researcher used Wilcoxon Matched Pair test and the result were given in the following tables:

Table 4.1: Showing the Pretest Scores of Triguna Qualities among Teacher Trainees

Pretest Score of Triguna Qualities	Groups	N	Mean	Z- Value	Result
	Study Group	100	23.22	-.892	.372
	Control Group	100	23.30		

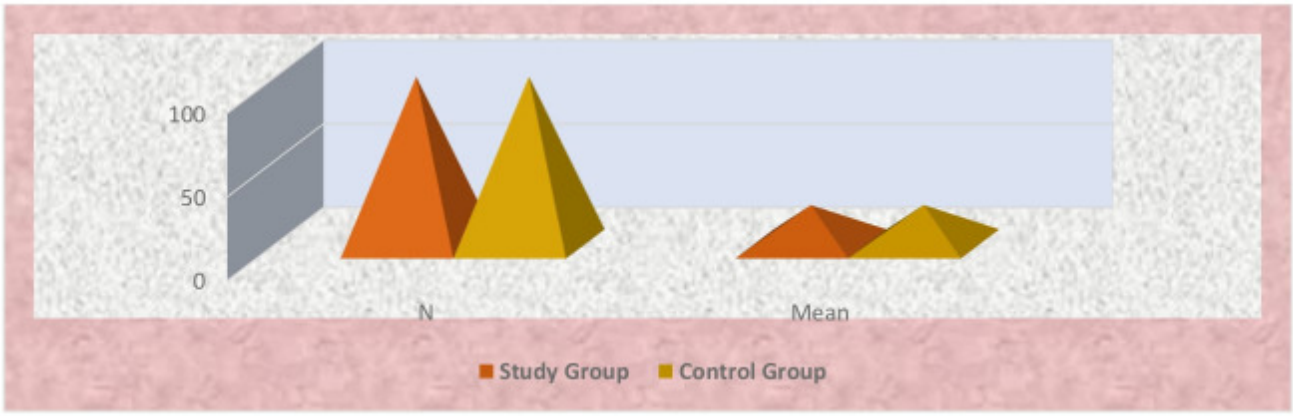

Figure 4.1: The Graphical Representation of Pretest Scores of Triguna Qualities among Teacher Trainees

From the table 4.1 and figure 4.1, it was found that the Wilcoxon Matched-Pairs Test was used to assess whether there is a significant difference between two related groups in pretest. The mean of pretest score for Triguna Qualities in the study group was 23.22, and for the control group, it was 23.30. The Z-value associated with this comparison is 0.892, and the result was 0.372. The null hypothesis typically assumes no difference between the groups. The negative Z-value indicated the direction of the difference; in this case, it suggested that the pretest scores in the Study Group are lower than those in the Control Group. There were no difference in the scores between the groups as no intervention was applied on any groups.

Table 4.2: Showing the Posttest Scores of Triguna Qualities among Teacher Trainees

Posttest Score of Triguna Qualities	Groups	N	Mean	Z Value	Result
	Study Group	100	65.10	8.694	.000
	Control Group	100	45.94		

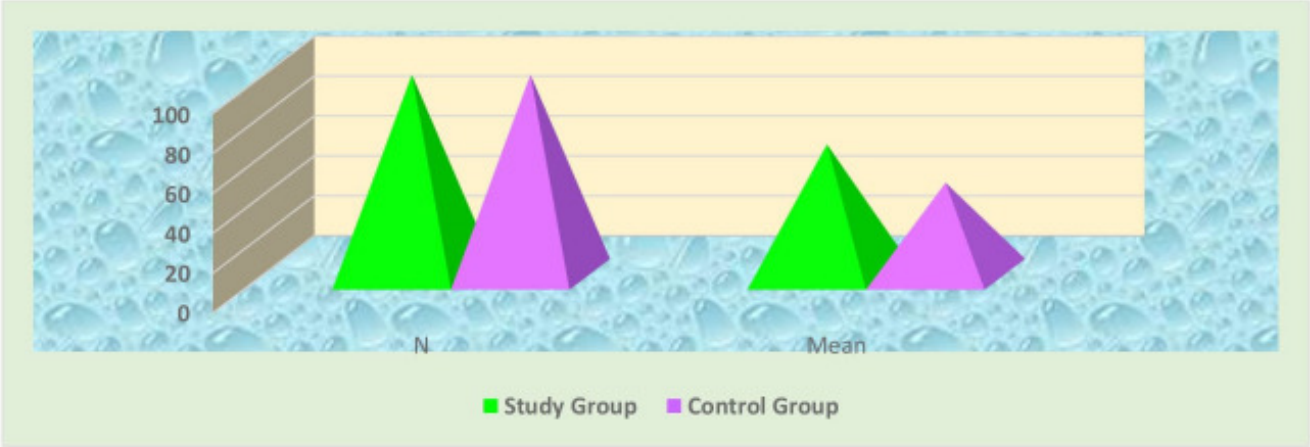

Figure 4.2: The Graphical Representation of Posttest Scores of Triguna Qualities among Teacher Trainees

From the table 4.2 and figure 4.2, it was found that the Wilcoxon Matched-Pairs Test was used to assess whether there is a significant difference between two related groups in posttest. The mean score for Triguna Qualities in the study group was 65.10, and in the control group, it is 45.94. The Z-value associated with this comparison is -8.694, and the result was .000. The positive Z-value indicated the direction of the difference; in this case, it suggested that the posttest scores in the study group was higher than those in the control group. This implied that there were statistically significant difference in the posttest scores of Triguna Qualities between the Study Group and the Control Group. There were difference in the scores between the groups as intervention was applied to study group and not to control group. The nature and content of the Yoga Intervention Program have tailored to enhance the qualities measured by Triguna (Sattva, Rajas, and Tamas) by study group.

H_{o2}: There were no significant relationship between the groups of Triguna qualities and the overall well-being of teacher trainees in West Bengal.

To verify the hypothesis researcher used correlation analysis and the result were given in the following tables:

Table 4.3: Showing the Pretest Relationship between the Triguna Qualities and the Overall Well-being of Teacher Trainees

Triguna Qualities	Well Being

Pre-test Well Being of Study Group	Spearman Correlation	1	.182
	Sig. Value		.059
Pre-test Well Being of Control Group	Spearman Correlation	.251	1
	Sig. Value	.012	

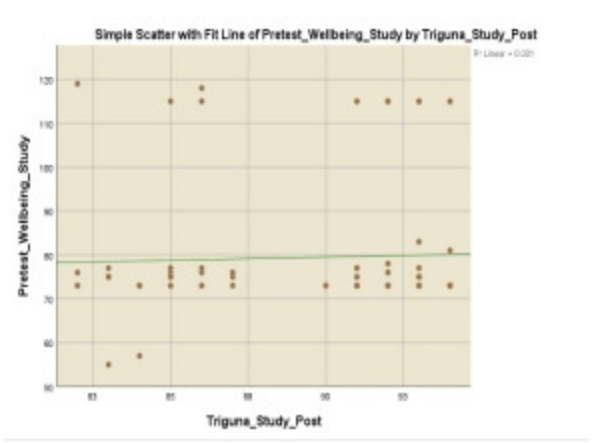

Figure 4.3: The Scatter Plot of Pre-Test Relationship of Study Group Between the Triguna Qualities and the Overall Well-being of Teacher Trainees

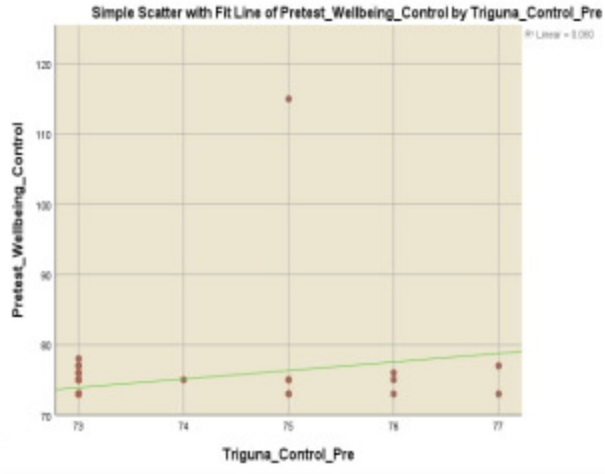

Figure 4.4: The Scatter Plot of Pre-Test Relationship of Control Group Between the Triguna Qualities and the Overall Well-being of Teacher Trainees

The table 4.3 and figure 4.3 and 4.4, presented the pretest relationship between Triguna Qualities and the overall well-being of teacher trainees, separately for the Study Group and the Control Group. In the Study Group, the Pearson correlation between Triguna Qualities and Well-being is 0.182. The associated p-value (Sig. Value) is reported as 0.059. In the Study Group, the p-value of 0.059 is greater than the conventional significance level of 0.05. This suggested that the observed correlation in the Study Group was not statistically significant; meaning that we do not have enough evidence to conclude that there is a true correlation between Triguna Qualities and Well-being in this group. In the Control Group, the correlation coefficient is 0.251, with a significant p-value of 0.012. On the other hand, in the Control Group, the p-value is reported as 0.012, which was less than 0.05. This indicated that the correlation observed in the Control Group was statistically significant. Therefore, there was evidence to suggested a significant positive relationship between Triguna Qualities and Well-being in the Control Group.

Table 4.4: Showing the Posttest Relationship between the Triguna Qualities and the Overall Well-being of Teacher Trainees

		Triguna Qualities	Well Being
Post-test Well Being of Study Group	Spearman Correlation	1	.689
	Sig. Value		.000
Posttest Well Being of Control Group	Spearman Correlation	.274	1
	Sig. Value	.032	

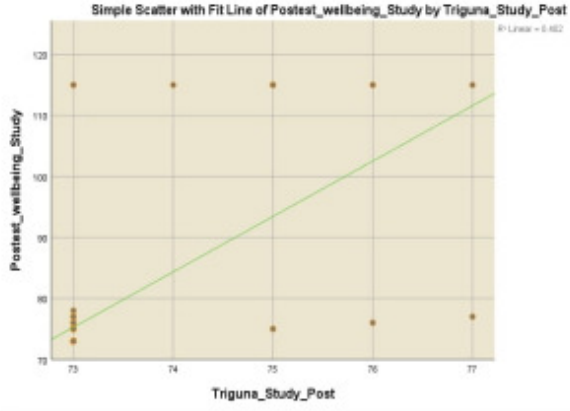

Figure 4.5: The Scatter Plot of Post-Test Relationship of Study Group Between the Triguna Qualities and the Overall Well-being of Teacher Trainees

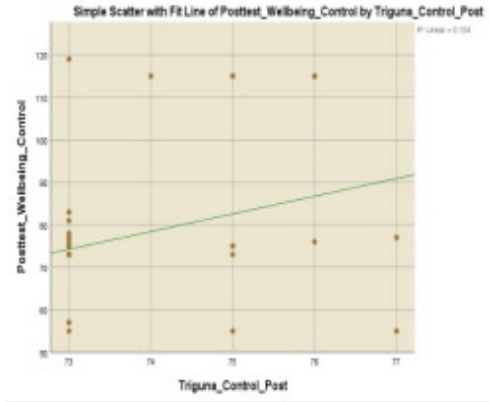

Figure 4.6: The Scatter Plot of Post-Test Relationship of Control Group Between the Triguna Qualities and the Overall Well-being of Teacher Trainees

The table 4.4 and figure 4.5 and 4.6, presented the posttest relationship between Triguna Qualities and the overall well-being of teacher trainees, separately for the Study Group and the Control Group. In the Study Group, the extremely high correlation coefficient of .689 suggested a perfect positive linear relationship between Triguna Qualities and Well-being. The p-value of 0.000 is less than the conventional significance level of 0.05, indicated that the observed correlation is statistically significant. This implied a strong, positive relationship between Triguna Qualities and Well-being in the Study Group. Yoga often incorporated mindfulness and relaxation techniques, including controlled breathing (pranayama) and meditation. The integration of mind and body. Through the practice of mindful movement and breath awareness, individuals can develop a heightened sense of the mind-body connection, fostering a more holistic approach to well-being, increased resilience in the face of life's challenges, positive lifestyle changes.

In the Control Group, the correlation coefficient is 0.274, suggested a positive relationship, but weaker than the Study Group. The associated p-value of 0.032 was less than 0.05, indicated that the observed correlation is statistically significant in the control group. These findings provide insights into the post-intervention relationship between Triguna Qualities and overall well-being in teacher trainees, highlighted potential differences in the strength of this relationship between the Study and Control Groups.

H_{o3}: There were no significant difference in the mean scores of Triguna qualities (Sattva, Rajas and Tamas) after the yoga intervention program among teacher trainees in West Bengal.

To verify the hypothesis researcher used Kruskall Wallis Test and the result were given below

Table 4.5: Showing the Mean Scores of Triguna Qualities after the Yoga Intervention Program among Teacher Trainees

Triguna Qualities	Groups	Gunas	Mean	S.D	df	X^2	Result
After Intervention Programme	Study Group	Sattva	55.03	1.23	2	32.51	.000
		Rajas	41.23	1.34			
		Tamas	22.21	1.41			
	Control Group	Sattva	43.62	2.43	2	28.98	.024
		Rajas	49.23	1.89			
		Tamas	39.23	2.52			

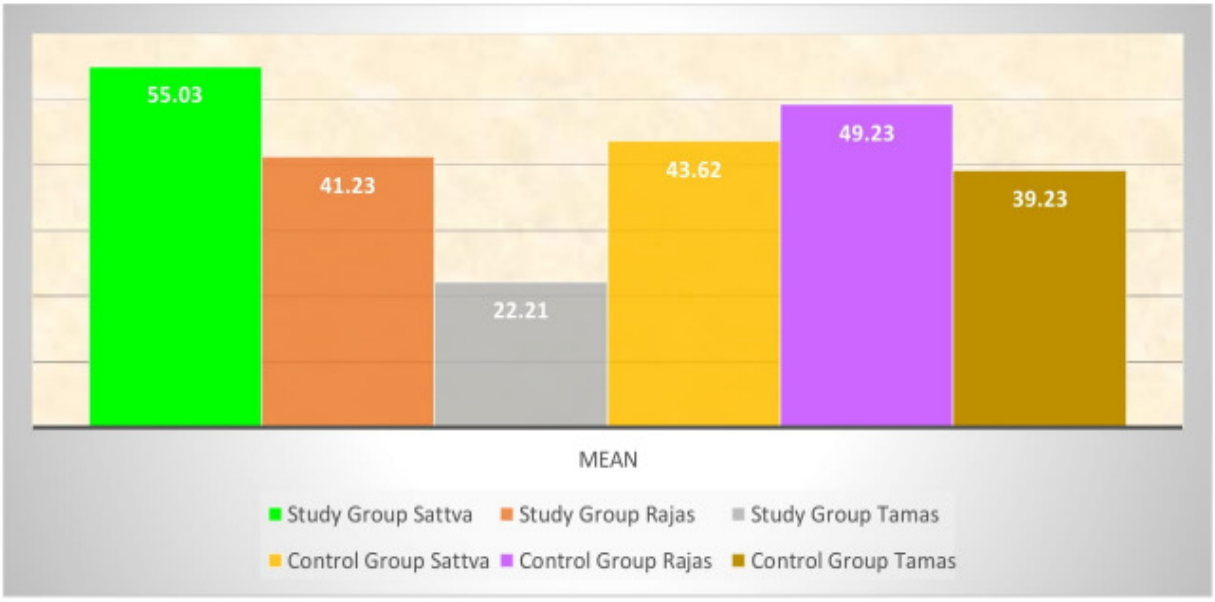

Figure 4.7: The Graphical Representation of Mean Scores of Triguna Qualities after the Yoga Intervention Program among Teacher Trainees

The table 4.5 and figure 4.7 presented the results of the Kruskall Wallis Test, to determine if there are statistically significant differences between three independent groups. The table pertains to the mean scores of Triguna Qualities after a Yoga Intervention Program among teacher trainees, with distinct groups for the Study Group and the Control Group. In the Study Group, three categories of Triguna Qualities—Sattva, Rajas, and Tamas—were assessed after the intervention program. The mean scores for Sattva, Rajas, and Tamas are 55.03, 41.23, and 22.21, respectively. The Kruskall Wallis Test yielded a chi-square statistic (X^2) of 32.51 with a p-value of .000. The degrees of freedom (df) are 2. The result is statistically significant ($p < 0.05$), suggested that there are significant differences among the mean scores of Triguna Qualities in the Study Group after the Yoga Intervention Program. Thus yoga engage trainees with the spiritual teachings fosters the development of Sattva by emphasizing values like compassion, selflessness, and a sense of purpose beyond material concerns. The yoga traditions include ethical guidelines known as Yamas and Niyamas. These guidelines provide a framework for righteous living and ethical conduct, contributing to the development of Sattva by fostering qualities such as truthfulness, non-violence, contentment, and self-discipline.

In the Control Group, the mean scores for Sattva, Rajas, and Tamas are 43.62, 49.23, and 39.23, respectively. The Kruskall Wallis Test for this group produces a chi-square statistic (X^2) of 28.98

with a p-value of .024 and 2 degrees of freedom. The result is also statistically significant ($p < 0.05$), suggested that there were significant differences among the mean scores of Triguna Qualities in the Control Group after the intervention program. In conclusion, the Kruskall Wallis Test results indicated that there were significant differences in the mean scores of Triguna Qualities after the Yoga Intervention Program in both the Study and Control Groups. This suggested that the intervention had an impact on the teacher trainees' perceptions of Sattva, Rajas, and Tamas qualities.

5. Findings

In findings stated that the nature and content of the Yoga Intervention Program have tailored to enhance the qualities measured by Triguna (Sattva, Rajas, and Tamas) by study group in the following way.

- For the study group yoga incorporated mindfulness and relaxation techniques, including controlled breathing (pranayama) and meditation. The physical postures (asanas) in Yoga can enhance flexibility, strength, and balance. It emphasizes the integration of mind and body. It was associated with improvements in mental health conditions such as anxiety and depression. It encouraged encourages self-reflection and self-awareness. Cultivating Sattva Guna for study group bring a calm and focused presence to the classroom. They emphasize holistic learning, compassion, and ethical values. Developing Rajas involves engaging in active and energetic practices. It bring dynamic and energetic teaching methods to the classroom. The mean score of Tamas was less and so they need consciously work on bringing energy and enthusiasm to their teaching. A balanced development of Sattva, Rajas, and Tamas contributes to a well-rounded personality. Teachers who integrate these qualities can create a learning environment that addresses the diverse needs of students. Thus yoga engage trainees with the spiritual teachings fosters the development of Sattva by emphasizing values like compassion, selflessness, and a sense of purpose beyond material concerns. The yoga traditions include ethical guidelines known as Yamas and Niyamas. These guidelines provide a framework for righteous living and ethical conduct, contributing to the development of Sattva by fostering qualities such as truthfulness, non-violence, contentment, and self-discipline.

- For the control group sattva, rajas has enhanced, but not in compare to study group. This is because as they were taught through conventional method where weekly two practical and four theoretical classes of each 45 minutes were held. Triguna qualities can adjust their teaching style to meet the varying needs of different students and situations.

Reference

- Anuradha, M. V., & Kumar, Y. L. N. (2015). Trigunas in organizations: Moving toward an east-west synthesis. International Journal of Cross Cultural Management, 15(2), 195-214.
- Jayakumar, R. (2016). Pros and cons: Two year B. Ed. programme. International Journal on Current Research and Modern Education (IJCRME), I (I), 76-80.
- Khatun, S., Ansary, K., & Adhikari, A. (2022). Attitude towards yoga education among undergraduate students. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 8(12), 9-13.
- Mendiratta, A., Goel, K., & Sondhi, S. (2020). Effect of gunas on stress and mindful eating. International Journal of Indian Psychology, 8(4).
- Mewada, A., Keswani, J., Sharma, H., Tewani, G. R., & Nair, P. M. (2022). Ashtanga yoga ethics-based yoga versus general yoga on anthropometric indices, trigunas, and quality of life in abdominal obesity: a randomized control trial. International Journal of Yoga, 15(2), 130.
- Modh, S., & Modh, K. (2023). Triguna Principles of the Gita and the Art of Servant Leadership. In The Palgrave Handbook of Servant Leadership (pp. 227-251). Cham: Springer International Publishing.
- Nagarathna, R., Rajesh, S. K., Amit, S., Patil, S., Anand, A., & Nagendra, H. R. (2019). Methodology of Niyantrita Madhumeha Bharata Abhiyaan-2017, a nationwide

multicentric trial on the effect of a validated culturally acceptable lifestyle intervention for primary prevention of diabetes: Part 2. International Journal of Yoga, 12(3), 193.

- Pramanik, T. N., & Kundu, U. B. (2014). A study on the influence of yogic practices on self-concept and locus of control among school going students. International Journal of Science and Research, 3(8), 156-159.
- Sahu, J., & Ramanujam, V. (2019). Triguna Philosophy: An Armed Forces Perspective. International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature, ISSN (e), 2321-8878.
- Satsangi, P. S., Horatschek, A. M., & Srivastav, A. Consciousness Studies in Sciences and Humanities.
- Verma, Y., Tiwari, G., Pandey, A., & Pandey, R. (2020). Triguna (three qualities) personality model and two-factor conceptualization of self-compassion: a new insight to understand achievement goal orientations. Current Issues in Personality Psychology, 8(3), 211-228.
- Wiguna, I. M. A., Triguna, I. B. G. Y., & Wimba, I. G. A. (2019). The Quality Of Tolerance Education Among The Students Of Universitas Pendidikan Nasional. Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies, 3(2), 165-181.
- Yadav, S. K., Prakash, S., & Jain, R. K. (2016). Trigunas (Sattva, Rajas and Tamas) and Risk Taking Behaviour among Undergraduate Students. International Journal of Research–Granthaalayah, 4(1), 138-145.

PHOTOGRAPHY: **DR. ARPITA SENGUPTA SADHU, DEPT. OF PHYSIOLOGY**

মেঘনাদবধ কাব্য: একটি মেয়েলি পাঠ

শিপ্রা ঘোষ

বিজোড় সংখ্যার মাত্রার পর যতি ব্যবহার করেছেন মধুসূদন তাঁর মিশ্রকলাবৃত্তে এই ছন্দের চলতি নিয়ম ডিঙিয়ে, অনেকের কাছেই সেটা বেশ অস্বস্তির কারণ ছিল । এই প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষ 'প্রথম দরজা' প্রবন্ধটিতে জানিয়েছেন যে বিজোড় সংখ্যার মাত্রার পর প্রয়োজনমতো যতি- পতন আনার সাহস দেখিয়েছিলেন বলেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের মধ্যে একটা সামর্থের স্বর তৈরি হয়--"...এই রীতিকে অগ্রাহ্য করেছিলেন বলে মধুসূদন তাঁর ছন্দে আনতে পেরেছিলেন পৌরুষ ছন্দের পৌরুষ ! এটুকু পড়েই মধুসূদনের হাতে গড়া ছন্দটিকে. একেবারে চোখের সামনে দেখতে পাই যেন। রাবণের অনমনীয় মাথার উপর মুকুট হয়ে জ্বলতে থাকে সেই মিশ্রকলাবৃত্ত। ইন্দ্রজিতের প্রয়াস আর পরাভবের মাঝখানে এক অপ্রতিহত দ্যুতি ছড়ায় যেন মেঘনাদবধ কাব্যের অমিত্রাক্ষর।

কিন্তু শুধু ছন্দই নয়, গোটা কাব্যটিই আসলে উনিশ শতকের অপ্রতিহত পৌরুষের ভাষ্য।আর সেই 'পৌরুষ ', অথবা শৌর্য- পরাক্রম- পুরুষকার, যেভাবেই চিহ্নিত করি তাকে, ভারতীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সেটি প্রচলিত এবং মান্য কতগুলি নির্দিষ্ট ধারণা - পোষিত শব্দ হয়ে ওঠে, যা আসলে সমাজের লিঙ্গ -ভিত্তিক ধারণাকে প্রকাশ করে। বস্তুত এটা বলা যায় যে, সমাজ -চলতি একটি পুংজেন্ডার- ভাবনা মধুসূদনের এই কাব্যটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

মধুসূদনের রাবণ আমাদের গভীর মনোনিবেশের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে দেড়শ বছরেরও বেশি সময় ধরে সেই যে রাজনারায়ণকে লেখা চিঠিচিতে মধুসূদন নিজেই রাবণ প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন যে ,ওই চরিত্রটি তাঁর কবি -কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে এবং রাবণকে চমৎকার মানুষ বলেই মনে করেন তিনি,-- অতঃপর আমরাও মূলত তাঁর নির্দেশিত পথেই তাঁর রাবণের মূল্যায়ন করেছি এবং চরিত্রটির অপরাজেয় পৌরুষের আদর্শ আর তার শোচনীয় পরাজয়ের বাস্তবতা, এই দুইয়ের প্রেক্ষিত মনে রেখে তার নিয়তিতাড়িত পরাভবকে, অনুভব করে , চরিত্রটির সঙ্গে কোন -না- কোনভাবে নিজেদের ঘনিষ্ঠতা অনুভব করেছি। ষষ্ঠ সর্গে, মেঘনাদের মৃত্যু দৃশ্যটি শুধু কবিকে কাঁদায় নি, "লঙ্কার পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে।/ নির্বাণ পাবক যথা ,কিম্বা ত্বিষাম্পতি/ শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে"- এই মৃত্যুদৃশ্যের বিষাদ যেকোনো পাঠকের মনকেই সজল করে তোলে। নবম সর্গে নিজের সমস্ত স্বপ্নের ভস্মপরিণামের সামনে রাজ্য-জোড়া চিতাগ্নির মাঝখানে দাঁড়িয়ে, যে রাবণ জীবনের শূন্য পরিনাম প্রত্যক্ষ করেন, তার দিগন্তবিস্তৃত শোক আমাদের আচ্ছন্নখ করে নিশ্চয়ই; কিন্তু এই শোক আমরা বয়ে নিয়ে চলি তা দুর্বলের নয়, বীরের শোক বলেই।

বীররসের প্রতি একটি পক্ষপাত নিয়ে 'মেঘনাদবধ' লিখতে শুরু করেছিলেন কবি। বীররসের প্রতি এক ধরনের ঝোঁক বাংলাদেশের উনিশ শতকের চরিত্রের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। জড়তা ও সংস্কারের প্রভাবমুক্ত এক নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের আলোয় উনিশ শতকে যখন বাঙালি তার নিজস্ব একটি জাতীয় চরিত্র গঠনের সর্বাত্মক প্রয়াস শুরু করেছিল , সেই আবেগ ও উন্মাদনা প্রকাশের জন্য এই সময়ের কবিতা অনেক সময়ই মহাকাব্য- প্রকরণটিকে উপযুক্ত মনে করল,- তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের 'আধুনিক বাংলা কাব্য 'বইটির এই বিশ্লেষণ প্রসঙ্গত মনে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মেঘনাদবধে কোন রস -পর্যায়টি মুখ্য হয়ে উঠেছে, বীর অথবা করুণ, এই চেনা তর্ক দূরে সরিয়ে রাখলেও একথা সাধারণভাবে বলা যায়, বাংলা কবিতায় সমগ্র উনিশ শতকে বীর রসের প্রতি একটা সমর্থন লক্ষ্য করি আর এই ঝোঁকই উনিশ শতকের বাংলা মহাকাব্য- প্রতিম রচনাগুলিকে একটি সমাজগ্রাহ্য চেনা ছাঁদের ম্যাসকুইলিনিটি বা পুরুষালি স্বভাবে নিষিক্ত করে রাখে।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলা আর রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা ,এই দুটি চরিত্রের দীপ্তির কথা আআদের শৈশবে প্রায়ই আলোচিত হতো। ' " জানি স্নেহে সে নারী , জানি বীর্যে সে পুরুষ" চিত্রাঙ্গদার এই পরিচয়ে মুগ্ধ হতে গিয়েও আমরা লক্ষ না করি পারি না যে , অন্তত একবার নয়নলোভন নারীত্ব তাকে অর্জন করতেই হলো অর্জুনকে পাওয়ার জন্য। স্নেহশীলতাকে নারীধর্ম আর বীরত্বকে পুরুষস্বভাব বলে দেগে দেওয়ার মধ্যেও সমাজপোষিত চেনা মুদ্রাই খুঁজে পাই। রবীন্দ্রনাথের আগেই , কমনীয়তা ও লাস্য এবং শৌর্যকে কোনভাবে যেন মিলিয়ে নেবার কথা ভেবেছিলেন মধুসূদন প্রমীলা চরিত্রটির উপস্থাপনায় "অধরে ধরি লো মধু , গরল লোচনে/ আমরা , নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে?" মনোহারিণী প্রেয়সী আর শক্তিময়ী বলদাত্রী হয়ে ওঠার মধ্যে যে কোন বিরোধ নেই , এটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল এখানে। যোদ্ধাবেশে ইন্দ্রজিতের পাশে দাঁড়িয়ে শত্রুকে পরাস্ত করবে, রাঘব বংশকে ধ্বংস করবে, 'নতুবা মরিব রণে' , প্রমীলার এই প্রতিজ্ঞায় আমাদের তাকে যথার্থ বীরাঙ্গনা বলেই মনে হয় প্রায়। বিদ্যুৎগতিতে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, সখীদের কাছে সংগ্রামের এমন পরিকল্পনার কথাও সে জানিয়েছে। তখন সে মত্ত-মাতঙ্গিনী, অথবা যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।

সালংকারা সিঁদূর-চর্চিতা বিষাদময়ী প্রমীলা সেখানে 'মর্তে রতি ,মৃত কাম সহ সহগামী'। অতএব এটা বোঝা কঠিন নয় যে বীর রসের যে কাব্যটি লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন মধুসূদন, তা মূলত কাব্যের মূল পুরুষ-চরিত্র গুলিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। পুরুষস্বরই এ কাব্যে মুখ্য ।প্রমীলা বা তার কোন -কোন ঘনিষ্ঠ সখী, যাদের এ কাব্যে কখনো কখনো বীরাঙ্গনা বলা হয়েছে, রণসাজে সজ্জিত মুহূর্তেও তারা পুরুষের দৃষ্টি- শোভন। তৃতীয় সর্গে তারা যখন শত শঙ্খে রণঘোষণা করেছে, সম্মিলিতভাবে ধনুকে টঙ্কার দিয়েছে ,তখন কবির বর্ণনা অনুযায়ী 'কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে'; অশ্বে- হাতিতে আরূঢ় যোদ্ধারা কেঁপে উঠলেন। সিংহাসনে রাজা, অবরোধে কুলবধূ, কুলায় পাখিরা, পর্বতগহ্বরে সিংহ, বনে বনহস্তী সকলেই সন্ত্রস্ত

পাশ্চাত্যের মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা মধুসূদনকে আকৃষ্ট করেছিল বরাবর। কখনো কখনো তাঁর নাটকের এবং কাব্যের মেয়েরা খানিকটা এমন স্বাধীনচেতা ও দৃঢ়চেতা হয়ে উঠতে চেয়েছে। ভারতবর্ষে নারীমুক্তি ভাবনার একেবারে প্রথম পর্যায় তখন, অথচ পাশ্চাত্যে এর অনেক আগেই লিবারাল ফেমিনিজম বা উদারপন্থী নারীবাদের ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরুষ ও নারীর চিন্তা ও মেধার মধ্যে অসাম্য মুছে দিয়ে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমানাধিকারের কথা ভাবা হয়েছে। উনিশ শতকের বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই সতীদাহ প্রথা রদ, বহুবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন ,বিধবা - বিবাহ আন্দোলন ইত্যাদি বহুবিধ আন্দোলনের ডিতর দিয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা শুরু হয়েছিল। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য পরিচিত জেন্ডার বাইনারিকেই প্রাধান্য দিয়েছে। আর এই ধারণায় মেয়েরা সমাজ বা রাষ্ট্রে সবসময় দ্বিতীয় লিঙ্গ।পুরুষের কর্তৃত্বের স্বর কোনো-না-কোনোভাবে নারী-চরিত্রগুলির উপর চেপে বসেছেই। তবুও সেই ছকের মধ্যে দাঁড়িয়ে কখনো কখনো নারীও পুরুষের কর্তৃত্বের বিরোধী স্বর আবিষ্কার করতে চেয়েছে। বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদে বিপর্যস্ত রাবণের কাছে পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদা যখন পুত্র হত্যার কৈফিয়ৎ দাবি করে, অথবা রাবণকে এই দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে ভর্ৎসনা করে ,তখন বারেকের জন্য মনে হয় যে ,স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত এমন চরিত্র কাব্যের পুরুষ ছককে

ভেঙে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে হয়তো। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটির কোন বিকাশই ঘটেনি কাব্যে। বরং ব্যক্তিত্বময়ী চিত্রাঙ্গদার প্রতিবাদ ও ভর্ৎসনার স্বরকে সেখানে চাপা দেয় রাবণের রাজসত্তার অহমিকা। বীরবাহুর জন্য চিত্রাঙ্গদার শোকোচ্ছ্বাস দেখে যখন রাবণ সবিস্ময়ে বলে

" এক পুত্রশোকে তুমি ললনে/শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে দিবানিশি", তখন এই শত পুত্রশোক এবং প্রজাবিয়োগের শোককে সহন করার মধ্যে রাবণের রাজসত্তার বিশালতা ধরা পড়ে, একথা সত্যি; কিন্তু নিজের সেই রাজসত্তাটিকে চিত্রাঙ্গদার শোকার্ত মাতৃসত্তার সামনে প্রতিতুলনায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে , কোথাও যেন রাবণের পুরুষসত্তা নারীর (চিত্রাঙ্গদার) শোককে কিছু লঘু করে তুলতে চায়।এবং এর দ্বারা নিজের পৌরুষকেই প্রতিষ্ঠা করতে চায় রাবণ।

একান্ত ব্যক্তিগত আবেগের পরিসরেও পুরুষতন্ত্রের স্বর প্রাধান্য পেয়ে যায়। একারণেই মন্দোদরীর পাশে থেকে ব্যয় করার মতো সময় থাকে না রাবণের হাতে। পাছে মন্দোদরীর অশ্রুশোক ভুলিয়ে দেয় তার শত্রু-সংহারের কর্তব্য ,একথা ভেবে দ্রুত তিনি মন্দোদরীর সঙ্গ ত্যাগ করে রণসজ্জায় সেজে ওঠার তাগিদ অনুভব করেন। রাবণের শোক এবং সামর্থ্য দুইয়েরই কোন তুলনা নেই, এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এমন কঠোর পুরুষ- মুদ্রায় রাবণকে সাজিয়ে তোলেন তিনি, যাঁর বুক-ভরা কান্না, অথচ কান্নার অবকাশ নেই। কোন দৈবশক্তির কাছে সে প্রসাদপ্রার্থী নয়। একান্তেও বিলাপে পরাঙ্মুখ।কর্তব্যে নিরন্তর অবিচল।এই আগ্রাসী পৌরুষই হয়তো রাবণকে মহিমময় করার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা একাও করে দিয়েছে তাকে। এই আগ্রাসী আক্রমণাত্মক পৌরুষের গভীরেই আছে আত্মধ্বংসের বীজ।

এই আগ্রাসী পুরুষতন্ত্রই সম্পদ এবং নারীর উপর তার একচেটিয়া অধিকার কায়েম করতে চেয়েছে। অতএব সূর্পণখার অপমানের প্রতিবিধিৎসায় হোক ,অথবা নিজের সম্ভোগবৃত্তির তাগিদেই হোক, সীতা-হরণের পর, অশোকবনে তাকে বন্দী করে রাখার মধ্যে পুরুষের যৌনতার আধিপত্যবাদই স্বীকৃতি পায়। এই

স্পর্ধাশীল জিগীষু পৌরুষ, শার্দূল যেমন হরিণীকে, তেমনি সীতাকে অধিকার করেছে। নিত্য নারী- হরণ ও অসংযত ভোগবৃত্তি, রাবণের অজ্ঞাতে তার বিনাশের পথ প্রস্তুত করেছে। সমগ্র কাব্যে, মূলত রাবণকে কেন্দ্রে রেখে, পৌরুষের যে আখ্যান রচনা করা হলো ,তার বিনাশের বীজ থেকে গেল নারী চরিত্রের মধ্যেই। চতুর্থ সর্গে ,সরমার কাছে সীতা জানিয়েছে , তার স্বপ্নে দেখা , বসুন্ধরার মনোবাসনার কথা " তোর হেতু সবংশে মজিবে /অধম।এ ভার আমি সহিতে না পারি,/ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে।" নারীর দ্বারা পুরুষের এই শাস্তিবিধান ও ধ্বংসসাধন পুরুষের একচেটিয়া প্রাধান্যের মধ্যে একটি ভিন্ন কাহিনি রচনা করে। মধুসূদনের এই মহাকাব্যের স্বর্গ -মর্ত- পাতালজোড়া আখ্যানে,আমরা দেখেছি, ধাত্রী প্রভাষার ছদ্মবেশে মেঘনাদকে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ জানিয়েছে লক্ষ্মী। রাবণ এবং মেঘনাদের বিনাশের পরিকল্পনা করতে বসে দেবী কাত্যায়নীর সহায়তা চেয়েছেন ইন্দ্র। পার্বতীকে অবশ্য রাবণের ধ্বংসের উপায় বলে দিলেন মহেশ্বর- "মায়ার প্রসাদে বধিবে লক্ষ্মণ শূর ইন্দ্রজিৎ শূরে।" কাজটি সহজ নয়, তবু মায়া প্রতিশ্রুতি দিলেন "লঙ্কার পঙ্কজরবি যাবে অস্তাচলে"। সেই রাবণি বধের যে আয়োজন করলো মায়া, তার বিবরণ কাব্যের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গে আছে। নারী হরণের যে অন্যায় করেছিলেন রাবণ ,মেঘনাদ হত্যার পরিকল্পনা করে, রাবণকে শোকের আঘাতে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে ,যেন সেই অন্যায়ের শাস্তি দিল নারীশক্তিই। লক্ষ্মী কাত্যায়নী বা মায়ার মত সর্বত্র বিহারী, অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন মেয়েরা সেদিন বাংলাদেশের দুর্লভ বলেই হয়তো দেবলোক থেকে চরিত্র গুলিকে ধার করলেন কবি। এরা দেবলোকবাসিনী বলেই অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। প্রমীলা নারী বলেই তার যুদ্ধ আহ্বান ফিরিয়ে দিয়েছিল রাম ,অথচ ইন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে আড়াল থেকে কোন নীতির তোয়াক্কা না করে সংগ্রাম করল তো আসলে মায়াই। লক্ষ্মী কাত্যায়নী মায়া , এদের মিলিত ষড়যন্ত্রই শেষপর্যন্ত রাবণের পরাভব সম্ভব করে তুলল। নারীর ইচ্ছাশক্তি যে অসাধ্যকেও সম্ভব করে তুলতে পারে, তার স্পষ্ট ইশারা থেকে গেল এখানে।

তবে একে নারীর ক্ষমতায়ন বলে চিহ্নিত করা যাবে কিনা , তা নিয়ে সংশয় থাকে।অলৌকিকতার জোর কখনো কখনো ইচ্ছাপূরণের কল্পনা যোগায় হয়তো, কিন্তু দেবলোকবাসিনীদের অলৌকিক ক্ষমতা এদেশের মেয়েদের কাছে সেদিন ক্ষমতার কোন নতুন সূত্র এনে দেয়নি।আসলে ক্ষমতার যে বিশেষ সংগঠন তৈরী হয়ে আছে পুরুষতন্ত্রের মধ্যে, সেখানে পুরুষ সর্বত্রই নারীত্বের ধারণার নির্ণায়ক। পুরুষের এই আধিপত্যকামী দৃষ্টিভঙ্গিই যে কোন অবস্থাতেই নারীকে সম্ভোগযোগ্য চেহারায় হাজির করতে চায়। তাই প্রমীলা যখন যুদ্ধসাজে সেজে উঠেছে, তখনো তার 'উচ্চকুচ', কটিদেশ, সুবর্তুল ঊরুর প্রতি হাইলাইট করেন মধুসূদন; দেবী কাত্যায়নী মোহিনীবেশেই মুগ্ধ করছেন শিবকে , নিজের শরীরের অর্ঘ্যেই মহেশ্বরের মনোরঞ্জন করতে হয়েছে তাকে , আবার এই পুরুষের উপনিবেশের মধ্যে বাস করেই প্রমীলা সহমরণে উদ্‌বুদ্ধ।প্রমীলার সপ্রতিভতা থেকে সহমরণ একদিকে , আর অন্যদিকে অশোকবনে সীতার অশ্রুমোচন এবং শ্রীরামসঙ্গ - স্মরণ-- এই দুইই আসলে এ কাব্যে একমুখী একটি বয়ানই রচনা করেছে। পুরুষতন্ত্র দ্বারা নির্মিত, ভারতীয় নারীত্বের গ্রহণযোগ্য চিহ্নই মান্য করা হয়েছে এখানে। পুরুষের প্রভুত্ববাদ', সমাজ- নির্দিষ্ট কালচারাল কোডের মধ্যে এ কাব্যের নারীচরিত্রগুলিকে আটকে রেখেছে তো বটেই , কাব্যের মুখ্য পুরুষচরিত্রগুলিও এর ফলে আরো মহিমান্বিত হওয়ার সুযোগ হারিয়েছে।

Empowerment through 'Femvertising': A Study to show the changing roles of women in recent time w.r.t Indian Ad Campaigns

NAME : DR. SWEETY SADHUKHAN

DESIGNATION: ASSISTANT PROFESSOR & HEAD, DEPT. OF COMMERCE

Introduction:

Ad campaigns, are meant to sell products, the products can be cosmetics, medicines, beverages, any accessories, or even a thought/ idea. When advertisement is made for the benefit of the society, they can have long-lasting impacts. **Femvertising** (Female Empowerment Advertising) is a marketing and communication strategy used by the brands by means of which they seek to inspire and empower women though messages while promoting their products and generating brand engagement.

Femvertising encourages society to break through the stereotypical gender roles and orthodox societal constructs, as seen in **"#BreakTheBias**" by Titan Raga and Ariel's **"#SharetheLoad"**. There are some ads that provide some social message. Empowerment of Women has emerged as an important issue in recent time. Femvertising plays a pivotal role in empowering the women by decreasing gender discrimination.

Femvertising is a marketing and communication strategy through which the news and other important messages publicized and reached to a number of audiences with the help of newspaper, radio, television, internet etc. Now-a-days these are necessary for spreading awareness. The use of these strategies is needed to increase women's self-expression, self- respect and decision-making ability which enhance different ethnicities and beauties, overcoming the gender gap and the patriarchal vision of the past. **Today, the content of the advertisement has been changed from 'using women as a product' to 'using these product as to empower women'.** There is an increasing presence of 'femvertising' in the media; an advertising style that highlights women's talents, centers themes on pro-woman messaging and counters stereotyping.

Femvertising and Empowerment of 'The Women':

Femvertising is a powerful platform for bringing up women's rights issues to the attention of a wider public and encourage policy makers to make commitments to gender equality. Social issues are likely to be discussed on Facebook, Twitter and sometimes through blog posts.

Previously, **advertising depicted a traditional picture of women who are simply a homemaker but in recent times the theme and concept of advertising is changed.** Quite a few leading Bollywood actor and actress leveraged the 'respect for women' theme on social media and gain massive support from their followers.

Tata Tea 'Jaago Re' Campaign- On the issues related to women empowerment superstar Shahrukh Khan express his commitment with a small beginning and Tata Tea awaken India once again in the Women's Day to put 'women first' with its new 'Jaago Re' social campaign.

Today, however, we're seeing a sea-change in the way brands represent and market to women, fuelled by social and political movements. Each year, 8th March comes and calls us to come together to empower and honour women all around the world that have made a positive impact

for future generations. Celebrated annually on March 8, Women's Day is considered to be a focal point in the women's rights movement.

The theme of the year 2021 on Women's Day is **'Choose To Challenge'**. The theme encourages people to call out gender bias and inequality. On Women's Day, several brands and companies have released thought-provoking ads and campaigns that question age-old gender stereotypes and deliver a message of women empowerment. Some are laid below:

- #She Is Complete In Herself by Prega News
- #Take The Pressure Off by Shaadi.com
- #Challenge Champion Change by Amazon India
- The divide by Paytm
- #StopTheBeautyTest by Dove

The theme of the year 2022 on Women's Day is to build an equitable and inclusive world where we have broken the bias and laid the foundation of **#Generation Equality**. Several brands and companies have released thought-provoking ads and campaigns are as follows:

- Ariel- #See Equal
- Shikshodaya- Unacademy
- Paytm- The Reward
- Levi's India- #IShape My World
- Vivo India- #JoyOfEquality
- Canara HSBC OBC Life Insurance #Compliment Not Compare
- Fresh To Home- #Find Your Fresh Way
- Dunzo- #SheCan
- Google India- #Search For Change
- Burger King India- Everyday is Women's Day

The theme of the year 2023 on Women's Day is to celebrate **Gender Equality**. Several brands and companies have released thought-provoking ads and campaigns are as follows:

- Tanishq- The Superwoman
- Hero Lectro- #Pedal Away From The Bias
- Kotak General Insuranc- #Drive Like A Lady
- Lumikai- #Path breakers
- Amazon- #She Is Amazon
- Centre fresh- #Soch Karo Fresh
- boAT- Watch Her Play
- Josh- Safe Swipe

Quite a few brands have been quick to plug in a 'women empowering theme' into their brand communication

- Elegant Steel's Nari Shakti - The Steel Within
- Break the Bias by Titan India
- Vim's Nazariya Badlo, Dekho Bartano Se Aage
- Cadbury's Kuch Khaas Hai
- Swiggy's Women's Day ad
- BIBA #Many Shades One Me
- Candere- # 'She Can Darewith Aadya

- ❖ Edelweiss Mutual Fund- #Break The Bias
- ❖ Kalyan Jewellers- #I Am More Than Enough
- ❖ Prega News- #She Can Carry Both
- ❖ Purplle- Contribution towards victims of sexual assault
- ❖ Ariel- #share the load
- ❖ Myntra's Anouk- Bold is Beautiful
- ❖ Havells-#Respect for women
- ❖ Brooke bond Red Label-#Unstereotype
- ❖ Titan Raga's- #HerLifeHerChoices
- ❖ Mia by Tanishq- #BestAtWork
- ❖ Biba- #ChangeisBeautiful
- ❖ Whisper- #MyTouchtThePickleMoment
- ❖ Vicks- #TouchOfCare
- ❖ Vivel by ITC 'Ab Samjhauta Nahi'
- ❖ Scooty pep+ 'why should boys have all the fun?' (2007)
- ❖ Titan Raga 'Women of Today'-
- ❖ Havell's Coffee Maker 'She is not a Kitchen Appliance'
- ❖ Stayfree's 'women for change' campaign-
- ❖ Vatika Hair Oil
- ❖ Pro- Ease Go Long 'Sirf Ek Shart, Ke Koi Shart Nahi'
- ❖ Vogue Empower 'Start with the Boys'- 'Its time we teach them not to make girls cry'.
- ❖ Nestle supported 'Nanhi Kali' for the girl child

In the present era the content of advertising changed completely highlighting that girl are equal to boys and can make their parents proud. Sexism and objectification have been replaced by girl power and strength. Several global brands – Toyota, Nationwide Insurance, P&G, etc. – have demonstrated the true power of femvertising with girls' self-esteem In India too, several femvertising ads– **DeepikaPadukone's 'My Choice' video for Vogue, Radhika Apte's video for Anouk, Ariel's 'Share the Load' campaign,** etc. – have set in motion the debate on the true spirit of femvertising. The advertising through TV and banners have started representing women as a strong force and highlighted that their role in real life has changed significantly over the year. Modern women have more economic and political power than those in previous decades, so advertising has adjusted its messaging to this changing demographic. Thus, we have seen a shift in advertising portraying those who are independent, confident, and liberated, thus empowered.

Bibliography:

1. Bera, Dr. Rampada (2012). Women Entrepreneurship In India: Emerging Issues (A Collection of articles presented at the National Seminar), Vol- I.
2. Crawford, M., & Unger, R. K. (2004). Women and gender: a feminist psychology. Boston: McGraw-Hill Education.
3. Datta, Dr. Sukamal (2009). Women Empowerment in West Bengal, Manav Prakashan, Kolkata.

4. Fennis, B. M., & Stroebe, W. (2010). The psychology of advertising. Hove, East Sussex: Psychology Press
5. Five Highly Emotional Ads That Went Viral In 2015. Forbes. Retrieved June 09, 2023, from https://www.forbes.com
6. Goffman, E. (1979). Gender advertisements. Cambridge, MA: Harvard University Press
7. Jalees, T., & Majid, H. (2009). Impact of 'Ideal Models' being Portrayed by Media on Young Females, Paradigm, Vol- 13(1), 11-19.
8. Khan, Dr. E. A. & Moin, A. (2013). Women Empowerment: Role of New Media. Commonwealth Association for Education, Administration and Management, Vol-1, Issue-3, 206-216.
9. Mackenzie, S. B., Lutz, R. J., & Belch, G. E. (1986). The Role of Attitude toward the Ad as a Mediator of Advertising Effectiveness: A Test of Competing Explanations. Journal of Marketing Research, Vol- 23(2).
10. Sadhukhan, S. (2013). Women Empowerment: An Approach to nurture Morality and Values. The way: The Official Organ of Dept. of Commerce, Vol-3, 86-92.
11. Drake, (2017). The Impact of Female Empowerment in Advertising (Femvertising). Journal of Research in Marketing, 7(3), 593-599.
12. Abitbol A., (2016). You Act Like A Girl: An Examination of Consumer Perception of Femvertising. Quarterly Review of Business Disciplines, 3(2), 117-138.
13. The Chartered Accountant, Journal of the Institute of Chartered Accountant of India, Vol-58, No.7, January, 2010, New Delhi.
14. https://www.ndtv.com/offbeat/womens-day-2021-5-powerful-ads-on-women-empowerment-2386143, Retrived on 17.07.2023
15. https://www.businessinsider.in/advertising/brands/article/10-indian-campaigns-that-made-great-strides-towards-gender-equality-and-inclusivity-in-2021/articleshow/88546545.cms.

MACHINEASALEARNINGTOOLINSMARTEDUCATION

Dr. Deepa Roy
SACT-1
DepartmentOfEducation
Kishore BharatiBhaginiNiveditaCollege (CO-ED)
Affiliated by University of Calcuttadeepa.roy32@gmail.com

Theexpression of Smart Education isused to describe the technological enhancement & progressiveness of the sector of education that should deal with identifying the most suitable, relevant &enlighten technology for serving the educational requirements & purpose of the students. The nature of thelearning process in Machine Learning has been utilizing the system technology for fulfillment the procedure &product of education in differentspan of information detecting gadgets. Machine learning is the type oflearning carried out, facilitated or supported by the same or other device, media or resources. The tool is facilitated & compare the learning model & artificial intelligence due to the suitable& the preferable educational environment that should be enhanced thequality education & betterment students' qualities.Although the indeed of several developments, according totoday's perspective that should make educational technologies much more adapted to the learner & to promote the smarter way of learning & also the physical and virtual things can interact effectively due to using the IoT.

KEYWORDS
Machine Learning, Smart Education, IoT, Smart Classroom

1. INTRODUCTION

Now a day science and technology is an important theme based working in such an environment wherethe education system is very strong going upwards or in a developing situation with the emerging trends. Thetechnological approaches have expressed the incentive of a tendency to understudy the accomplishment ofvarious components that should motivate & eventual fate of evaluation and the changing ideal models oflearning facilities. Therefore, the technology is required for advancements in the Internet of Things (IoT) thatshould integrate the Artificial Intelligence & to support the Virtual Reality that is connected via the device forlearning, becomes ofpotential education. The involvement of artificial intelligence in machine learning helpsthe learner to take very wise descriptions & quality resources. M-learning (machine learning) authorizes theobjectives of education, such as students are connecting the online mode to the library, lectures, materials, assessments,evaluation & also various administrative worksinawide area of the virtual platforms.

Machine tools support a constructive approach of smart education thatstudents are discovered & construct knowledge as opposed toacquired.The term 'Smart Education' correlates with the concept of Artificial Intelligence, IoT & Machine Learning should help to obtain the sharing informative knowledge via internet & contribute the upload knowledge also. In this new approach teachersalso embraces the newstrategies & should provide an infrastructure to support the construction rather than the transfer of knowledge. The machine as a tool to support the IoT that should provide a large platform for teachers & learners with ahuge area of learning devices & object. IoT can be used in smart education in various ways, such as classroom,e-learningine-class.

2. REVIEWOFLITERATURE

Berg, 2017. We endeavor to address this question does not rely on any oracular capacity or exercise infuturisticimagination.Rather,inthispaper,weshedsomelighton the extent to which

computation altechniques and methods that can be put under the above-mentioned evocative rubric of "Machine Learning"(ML) have been used thus far and reported in the specialist literature with regard to musculoskeletal problemsandrelatedhealthconditions.

Obermeyer and Emanuel, 2016. In the medical field, this means to be able to predict, given a set of radiological images from a Picture Archiving and Communication System (FPACS), labresults froma Laboratory Information System (LIS) ordata extracted from Electronic Medical Records (EMR),sensornetworks, or specialty electronic registries, for example, a diagnostic label (as in diagnosis), an outcome level(as in prognosis, assessment, and monitoring), an exam value or risk score (as in regression, and prognosis aswell), or an identifier of some treatment option (as in therapy), to help physicians make more efficient andaccurate decisions.

According to Marquez, Villanueva, Solarte , Garcia 2015, in " IoT in education: Integration of objects with virtual academic communities" the students, teachers, and physical and virtual things caninteract effectively and via efficiently using IOT.

3. OBJECTIVE OF THE STUDY

Machine learning is not only the any other way of implementation of traditional teaching, it's a new eraof the educational environment. The study focus on the new trends are being emerged to provide a goodimpact on learning techniques to the learner. It helps to get an access to a world class leaning platform & dueto their quality education. The study highlights the machine as a super fast technological tool that should beimposed a device generated image for a user view of the real world. It is really a great boon technology forlearning style & becomes ofsmarteducation.The purpose of this study tofind out the qualitative&comprehensiveinformation shareviaa device thatshouldhelp thelearning style as well aslearning skill rather than the smart work in the field of education through the baseon IoT.

4. RESEARCH METHODOLOGY

Now a day, technology based educational programs rests heavily on the use of the internet & webservices provided through the computers, yet these are not identical but complementary. The technologicalorientation of machine learning is enormous & growing with a very rapid pace. Some of the emerging trends of machinel earningare mobilelearning, IoT, adaptivee-learning, Aritificial Intelligenc talong witho thers. All these new eras helplearners to get access to a world class learning experience. The research adopts thelearningmodel&anintegrated concept of smart education that should provide high techeducation.

The study is based onqualitative components of research thatshould adopt the newconceptof**'Smart Education'**. That are directly associated with the Smart Learning Environment, a sort of evolution or adeeper look at the virtual learning environments (VLE)**,** tothe premises of Smart Learning must be applied inthe smart class. For the data collection, researcher follows the techniques of different kinds of journals &books.

4.1. Machinelearning

Machineregardstochangesinlearningpattern,structure,programthatshouldenhancetheperformance & improves the students' quality in the teaching & learning phenomenon. Such as the changeinto adding a record of a database within the province of other discipline that should necessary to the betterunderstood for being called learning. Hence, the performance of a speech-recognition machine improves afterhearing several samples of a person's speech, & to feel quite justified in that case to say that the machine haslearned.

MachinelearningreferstothedevicethatperformstheworksareassociatedwithArtificialIntelligence. Although the tasks are involved to recognize, diagnose, plan, robot control along with others. Tointroduce the new system is performed in rapid way & enhance the quality. In this specific agent perceives andmodels its environment and computes appropriate actions, perhaps by

anticipating their effects. Changes madeto any of the components shown in the figure might count as learning. Of course, the importance of machinelearning has already introduced the achievement of learning & also helps to a better quality of smart education.The machine is able to cope with the structure of the internet that proceed to correct outputs of thehuge number of sampleinputs, thus the suitable function & the approximat erelation between there sources.

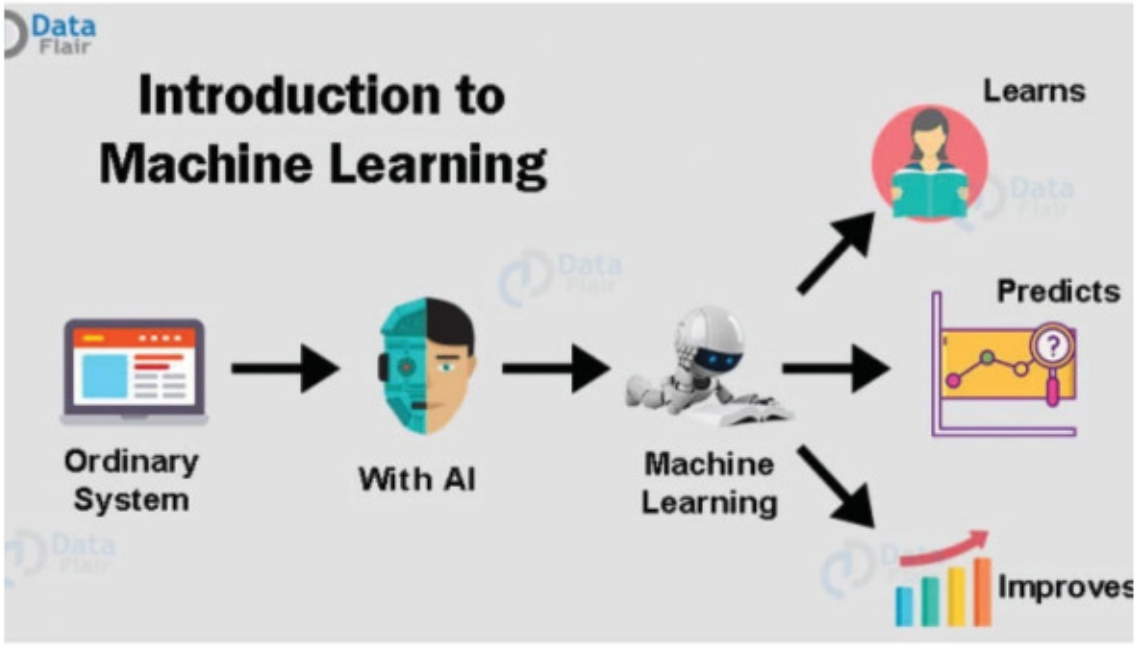

Fig:1 Impacton theMaching Learning

Types of Machine Learning

Machine learning is categorized by the process of an algorithm learns to become more accurate in thepredictions.Theseareasbelow:

⇒**Supervisedlearning –** It's a process of labeling training data & define the variables that should wanttosupplyalgorithmassessforcorrelation

⇒**Unsupervised learning -** The machine learning introduces the process algorithms that should train theunlabeled data & the algorithm scans through data sets looking formeaningful connections. These arealgorithmstrained&the predictionsofoutputpredeterminedresources.

⇒**Semi – supervised learning -** The approach of a machine learning involvesboth of two above types.That the algorithm is mostly labeled trained data & the model is free to explore the data & to developthe interpretationofthedataset.

⇒**Reinforcement learning -**This is used to teach a machine to complete a multi-step process for theclear definition of rules. The data, scientists program an algorithm to complete a task & give it positiveornegativecues totheworkiscompleted.

4.2. Smart Education

Smart Learning is a phase of introducing the application of technology in the classroom environment.It is not only the classroom infrastructure, it is important to install the service & to prove the methodologicalaccompanies the students and develops their skills in a progressive, natural and effective way oflearning.Smart learning is a procedure of learning with the assistance of e-devices. E-learning refers to the use ofinternettechnologies todelivera broad array of solutions to enhance knowledge & performance.Smarteducation is restricted to the type of e-learning carried out, facilitated or supported through web-enhancedinstructions&internet based communication, like email, audio & video conferencing, livestreaming & chats.

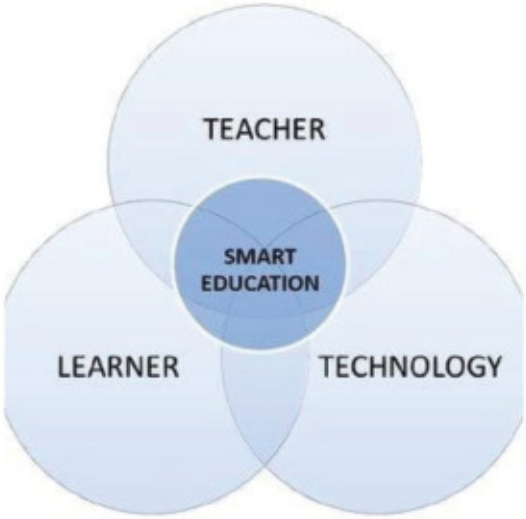

Fig:2 Impacton IoT in the Samrt Learing Process

Smart education is real pressured for integration normally will be exerted by the accrediting authorities.The institutions of higher and further education intend to remain competitive that must be ensured &effectiveintegration of technology in the classroom environment. Therefore is needed of the teaching methodologies,standardtoengagewiththedigitallyoriented studentsinour classrooms.Smarteducationintroducesthericher

learning tools and encourages engagement the innovative teaching techniques. Smart Education will provide alibrary with an integrated database incorporating three core sub-systems: **'Electronic Bookshelves'**, that isautomating access to the bookshelves; **'Virtual White Space'**, for the discussion of information & finds out inthe library; and **'Innovation and Social Network Database (ISNB)'**, for disseminating and storing new ideas&concepts.

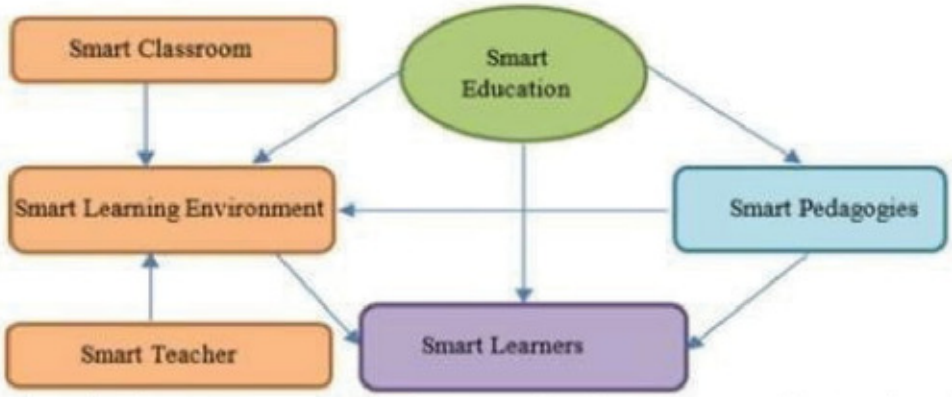

The machine learning has put some capacity that upgrades the students quality, teacher efficacy as wellas to improve the educational environment. The methodology highlights the student with their satisfactoryimplicit and explicitinformation that shouldimprove the intra and interpersonal information arrange byutilizing hubs in the apparatus. The new era of technology learns bythe teacher efficacy. Due to the impact ofmachine learning draw a collaborative frameworkfor smart learners withsmart gadgets. Therefore, it's abetter time to start building a smarter education system to enrich the student-centric, digital, coll abora tive approach of machinel earning that should bepre pared then extgeneration to participate in thedigital economy.

4.3. IoT Base Education (Internet of Things)

It refers to the ever growing network of physical things or objects around the hold of IP address for theinternetconnectivity & the communication that occurs between these connected objects & other internetenableddevices&system.FewimpactsofIoTduetothe machinelearning,are

- Thelearnerispartofthe learning systemasanentity
- Continuoustracking oflearnerbythesystem
- Continuousupdatetothelearners.

IoT connects the machine through the online platform due to the learning resource associates with theteachers & learners. IoT connects the internal education system as well as the global point through the gain of knowledge of the learners. The learner canuse the advanced materi also rresources for applying their experiments of learning. IoT helps the students to fulfill their queries by link with the huge volume of data thatis stored on theinternet to ensure the play of the e-learning process. The plan of IP addresspractically buildsup thegadgets that can highlight theIP can associate with one another and to the physical or virtual universe.This is created cosmic measure of the database that is connected between the objects. It ensures the robots andsoftware help students to remotely access the data, from anywhere at any time.IoT, practically, removes the existing electronic walls, time limitations & other barriers between learners, and alargevolume of resources such as experienced teachers, results of researches and solutions, and advanced tools. Students or teachers canaccess the information within a few seconds or minutes. Therefore, itshows thatIoT is responsible forchanging theperfume of Machine Learning tools with the high tech dimension of resources (cloud system) togather knowledg eassociated with learnerpotency.

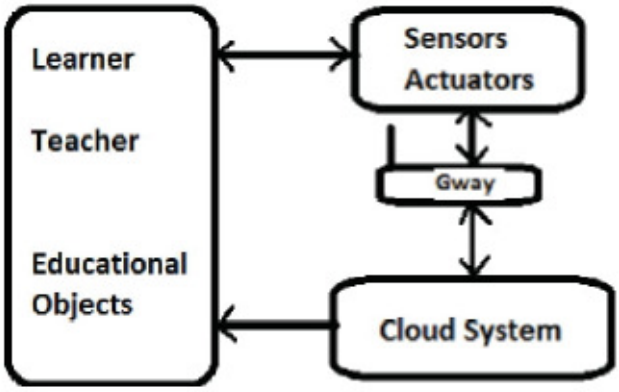

4.4 SmartClassrrom

In 21st Century educational technology plays a vital role in a classroom environment. So, the generalclassroom is oftenconsidered due to theICT bases, equipment that is called 'Smart Classroom".A smartclass is consisting the new ear of high tech components. Which is impacted by the digital teaching & learningprocess, associates with the various components of hardware & software modules. A smart classroom uses thenew trends of technologies like projectors, laptops, smart phones, smart boards, DVD, document camera allkinds of machine relate to a new trend of digital learning sections. Students & teachers can more satisfy withlecture, presentations and conversations by the smart classroom,using the machine tools in the learningprocess for their betterment of efficacy. IoT transform the standard& effective classrooms due to the smartclassroom & to modify a better voice, conversation, movements, & behavior. A smartclass follows thesystems are hosted through the internetfacilities &high tech device providers. Smartclassroom rapidly changed the way of teaching and learning in schools. Therefore,the learner should enrich their abstract & difficult concepts withregard towatching the visual and animations thatmake learning

enjoyable forlearners. A Smart classroom enables teachers to assess and evaluate the learning achieved by learners in classwith an innovative assessment technology. The Smart class has two components ofsystem application. Theseare:

- ❖ Systemsurveillance–Itreferstocollectingtheinformationthroughthe machinefrom thesmartclassroomsarestoredinthecloudforfuture playback.
- ❖ Systemattendance-

Tostorethestudents'dataduetotheirclassperformanceregularlythroughthedigitalway.

Hance, to show that the setting of machinel earning permits thet eachers & students both of them connect to digital resources & engageinan active learning system by the new trends of the smart classroom.

Fig:5SmartClassasaSmart Education

5. RESULTS& DISCUSSIONOFTHESTUDY

The qualitative research paradigm shows the result regardsthe machine as a learning tool in a smartclassroom. The result shows that amachine as an effective tool in the present scenario forthe smarter classes. It helps to students & teacher both of them to enricht he irpotentialities. Machinele arningassiststosuccessfully integrate the IoT device to connect the smart classes. The study recognizes the effectiveness ofsmart classes due to the IoT base education. The result point out the variables are significantly correlated witheach others. Therefore, it defines a machine as an effective tool in teaching & learning paradigm & alsopositively correlated with the smarteducation. The result supervises that the super fast technological toolhighly impacted by the device generates learning strategies & smart education. Therefore, it refers to themachine asa productive learning tool for thesmartclassas well assmart education.

6. FINDING OFTHESTUDY

A framework of a study finds out the integration of machine & education are interrelated with eachother. In referring to machine learning is creating new provocation & opportunities for smart education. Adevice used to huge volume of data stored & collects in every moment & integrate into theeducational setting.Smart education refers to the determination oflearning styles should be used thelearning content adapt &push the different area of the students' based learning styles. In a newly adopted area of the technological toolshould affect the teachers & students' key point of efficacies. Smart Education ensures the concept of relevantsystems that have been implemented inthe performance of students'. Therefore, it refers to the machine as auseful to olin the future of

education. Smart education is aboutta king learning outside the traditional classrooms; and is an activity that can be done anywhere and anytime. IoT enabledto personalize the learningcontent that could be text, images, or multimedia, internet enabled watches to listen to recorded lectures aresome ofthedevices thatcanbeused.

7. CONCLUSION

The world is changing rapidly and at the same time the teaching-learning systems. Technology anddifferenttypesoflearningtoolsarebeingusedbythemoderneducatorintheirsmartclassroom.Therefore,it can be better to say that machine tools innovate within our existing workflow. With the sudden technologicalboom within the It and development organization a couple of years ago, both Artificial Intelligence and Machine Learning has now become trending careers for a IoT of people to follow. Furthermore, learning howthe various machine learning technologies work separately & with each other will be a key component of yourdecision making process in totality. Most importantly, it will also play a decisive role in ensuring that you stay ahead of the pack with regard to your contemporaries.

In this chapter, we introduced machine learning in the smart education and showed how the teacher withthe help of technology uses smart education in their smart classroom. Lastly, with the help of machine learningtools it is possible to produce models that can analyze bigger, more complex data and deliver faster, moreaccurate results. With the help of machine learning method people from different sectors are being benefitted.Machine learning tools can ease the hassles in an effective way. These tools can help the learner by providingeffective software development solutions asper their requirements.

8. REFERENCE

1. About.gooru.org.(2017). *OurMission*:http://about.gooru.org/mission
2. Brynjolfsson, E., and Mitchell, T. (2017). *What can machine learning do? Workforceimplications.Science* 358,1530–1534. Doi:10.1126/science.aap8062
3. Cheng, J., Chen, W., Tao, F., & Lin, C. L. (2018*). Industrial IoT in 5G environment towards smartmanufacturing*:JournalofIndustrialInformationIntegration.10,10-19.
4. Chopra,R.(2018).*Machinelearning*.(1stED).ISBN-13:978-9386173423: Khanna Publishing.
5. Enthem, A.(2015). *Introduction to Machine Learning.*(3rd ED). ISBN- 13: 978-8120350786 : PHILearningPvt.Ltd.
6. Essinger, S., & Rosen, L.S. (2011). *An introduction to machine learning for students in secondaryeducation*.https://www.researchgate.net/publication/224226439Doi:10.1109/DSP-SPE.2011.5739219
7. Jo, J., & Lim, H. (2015). *A Study on Effectiveness of Smart Classrooms Through Interaction Analysis :*Advance ScienceLetters 21(3):557-561.DOI:10.1166/asl.2015.5826.https://www.researchgate.net/publication/282394941
8. Medium.(2017).*TheFutureofEducation:HowA.I.AndImmersiveTech Will Reshape Learning, Forever*.https://medium.com/futurepi/a-vision-for-education-and-its-immersive-a-i-driven-future-b5a9d34ce26d.
9. Obermeyer, Z., and Emanuel, E. J. (2016*). Predicting the future-big data, machine learning, andclinicalmedicine.NewEngl.J.Med.*375:1216.Doi:10.1056/NEJMp1606181
10. Shwartz, S.S., & David, B.S. (2015). *Understanding Machine Learning:FromTheoty to Algorithems.* (3rd ED).ISBN- 13:978-1107512825:Cambridge UniversityPress.
11. Srinivasaraghavan,A., &Joseph,V.(2019).*MachineLearning.*ISBN- 13:978-8126578511: Wiley.
12. Tezci, E. (2011). *Factors that influence preservice teachers' ICT usage in education*. European Journal of Teacher Education, *34*,483-499.